বাংলা প্রথম পত্র

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১

অপরিচিতা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন– ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের– পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; মাতা : সারদা দেবী; পিতামহ : প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা-মাতার– চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র।
- ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে 'বিজয়া' নামটি দেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম নয়টি– ভানুসিংহ ঠাকুর, আন্নাকালী পাকড়াশী, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, নবীন কিশোর শর্মন, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা, বানীবিনোদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতি কনিষ্ঠা, শ্রীমতি মধ্যমা, অকপটচন্দ্র ভাস্কর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি উপাধি দেন– ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক– ছোটগল্পের জনক।
- ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ষোলো বছর বয়সে 'ভিখারিনী' গল্প রচনার মাধ্যমে– ছোটগল্প লেখক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– কবিকাহিনী, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, পত্রপুট, জন্মদিনে, শেষলেখা, উৎসর্গ, আকাশ-প্রদীপ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উপন্যাস– বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৬), নৌকাডুবি, রাজর্ষি, শেষের কবিতা (১৯২৯), চার অধ্যায় (১৯৩৪), মালঞ্চ (১৯৩৪)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক– চিরকুমার সভা, ডাকঘর, রক্তকরবী, প্রায়শ্চিত্ত, তাসের দেশ, বৈকুণ্ঠের খাতা, কালের যাত্রা।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ– বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট, পঞ্চভূত, মানুষের ধর্ম।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনি– জাপানযাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, পথের সঞ্চয়, পারস্যে, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত আত্মজীবনী– জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০), আত্মপরিচয় (১৯৪৩)।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস– চোখের বালি (১৯০৩)।
- ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'পূরবী' কাব্যটি উৎসর্গ করেন– ভিক্টোরিয়াকে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ– গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী, সে, লিপিকা, কৈশোরক।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্যনাটক– চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, বাল্মীকি প্রতিভা (গীতিনাট্য)।
- তাঁর প্রথম কবিতাটির নাম ছিল– হিন্দুমেলার উপহার।
- প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম– 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)।
- দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– বনফুল (১৮৮০)।
- প্রথম প্রকাশিত গীতিনাট্যের নাম– 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম– বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)।
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয়– ১৯১০ সালে।
- 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ Song Offerings প্রকাশিত হয়– ১৯১২ সালে।
- তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ– শেষলেখা (১৯৪১)।
- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার– ছিন্নপত্র (১৯১২)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম– জীবনস্মৃতি (১৯১২)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ গল্পের নাম– 'মুসলমানীর গল্প'।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অনুপমের বিয়েতে বাড়ির সেকরাকে সঙ্গে আনা হয়েছিল কেন?
Ⓐ বরযাত্রী হিসেবে Ⓑ বাড়ির লোক বলে
Ⓒ গহনা পরখ করতে Ⓓ গাড়ি চালাতে **Ans Ⓒ**

02. অনুপমের মামার সঙ্গে মা একযোগে হাসলেন কেন?
Ⓐ বিয়ের খবর শুনে Ⓑ পাত্রীপক্ষের দুরবস্থা কল্পনা করে
Ⓒ পাত্রীপক্ষের দুর্দশা দেখে Ⓓ বিয়েতে ছেলের খুশি দেখে **Ans Ⓑ**

03. বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করে কে খুশি হলেন না?
Ⓐ মামা Ⓑ বিনুদাদা Ⓒ হরিশ Ⓓ অনুপম **Ans Ⓐ**

04. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ের আয়োজন কী রকমের ছিল?
Ⓐ সাদামাঠা Ⓑ নিতান্ত মধ্যম রকমের
Ⓒ নিম্নমানের Ⓓ জমকালো **Ans Ⓑ**

05. 'অপরিচিতা' গল্পে কার মুখে কোনো কথা নেই?
Ⓐ লেখকের Ⓑ কল্যাণীর Ⓒ শম্ভুনাথের Ⓓ বিনুদাদার **Ans Ⓒ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২

বিলাসী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জন্ম : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ (বাংলা : ৩১ ভাদ্র ১২৮৩) হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।
- পিতা : মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।
- মাতা : ভুবনমোহিনী দেবী।
- ডাকনাম : ন্যাড়া।
- ছদ্মনাম : অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, অনুরূপা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত শর্মা, পরশুরাম (রাজশেখর বসুর ছদ্মনামও পরশুরাম), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
- তাঁর রচনায় বাস্তবরূপে চিত্রিত হয়েছে– বাঙালি নারীর সংস্কারাবদ্ধ জীবন, নারীদের প্রতি সামাজিক নির্যাতন এবং সমাজের বৈষম্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি লিখেছেন– 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে।
- শরৎচন্দ্রের আত্মচরিত্রমূলক (আত্মজৈবনিক) শ্রেষ্ঠ উপন্যাস– শ্রীকান্ত (খণ্ড ৪টি)।
- তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবি বাজেয়াপ্ত হয়– ১৯২৬ সালে।
- শরৎচন্দ্রের বিলাসী গল্পটি প্রকাশিত হয়– ভারতী পত্রিকায়।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে শাখায় সবচেয়ে জনপ্রিয়– উপন্যাস।
- শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি যে গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত– ছবি।
- মেজদিদি গল্পটির প্রধান চরিত্র– হেমাঙ্গিনী ও কাদম্বিনী।
- ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের– গৃহদাহ উপন্যাসে (নারী চরিত্র : অচলা)।
- দত্তা উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– বিজয়া।
- দেনা-পাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– ষোড়শী।
- পল্লী সমাজ উপন্যাসের নাট্যরূপ যে নাটকটি– রমা।

০১. বিলাসী

◈ তাহার বয়স আঠারো কী আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না' কে কার সম্পর্কে বলেছে– গল্পকথক ন্যাড়া বিলাসীকে লক্ষ্য করে।
◈ 'দেখ এমন করে মানুষ ঠকায়ো না'। উক্তিটি– বিলাসীর।
◈ 'মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল তারপরে একবারে চুপ করিয়া গেল' এই মেয়েটি– বিলাসী।
◈ 'আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও কোরো না' কে কাকে দিব্যি দিল এবং উক্তিটি কোন গল্পের– বিলাসী ন্যাড়াকে এবং 'বিলাসী' গল্পের।
◈ 'তুমি না আগলালে সে রাত্রিতে তারা আমায় মেরে ফেলতো।' কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে– ন্যাড়ার প্রতি বিলাসী।
◈ 'বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো?' উক্তিটি– বিলাসীর।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০২. মৃত্যুঞ্জয়

- 'আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত' ন্যাড়ার ভাষ্য মতে ছেলেটি– **মৃত্যুঞ্জয়**।
- "অন্ন পাপ বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে?" কার সম্পর্কে বলা হয়েছে– **মৃত্যুঞ্জয় সম্পর্কে**।
- 'সবাই করে– এত দোষ কী?' উক্তিটি– **মৃত্যুঞ্জয়ের**।

০৩. ন্যাড়া/লেখক

- 'যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়।' উক্তিটি– **গল্পকথকের (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)**।
- 'সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম' উক্তিটির লেখকের নাম– **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**।
- 'স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম' উক্তিটি– **ন্যাড়ার**।
- 'বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করতে পারলাম না' উক্তিটি– **ন্যাড়ার**।
- টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয় এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।" উক্তিটি– **লেখকের**।

০৪. ন্যাড়ার আত্মীয়

- "দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে।" উক্তিটি ন্যাড়া যার সম্পর্কে করেছে– **জনৈক আত্মীয়া সম্পর্কে**।
- "তাহাদের ঘরে কী স্ত্রী নাই? তাহারা কী পাষাণ?" জিজ্ঞাসা কার– **ন্যাড়ার আত্মীয়ার**।

০৫. জ্ঞাতি খুড়া

- 'গেল, গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল' উক্তিটি– **মৃত্যুঞ্জয়ের খুঁড়ার**।
- 'গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়।' উক্তিটি– **মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়ার**।
- "না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।" উক্তিটি– **জ্ঞাতি খুড়ার**।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মৃত্যুঞ্জয়ের বাগানের অর্ধেক অংশ কে নিজের বলে দাবি করত?
Ⓐ খুড়া Ⓑ ন্যাড়া Ⓒ সাপুড়ে Ⓓ ভূদেব বাবু **Ans Ⓐ**

02. 'বিলাসী' গল্পে ন্যাড়া তার এক আত্মীয়ের কাহিনি উল্লেখ করে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
Ⓐ স্বামীর গুরুত্ব Ⓑ প্রেমের মহিমা Ⓒ স্বেচ্ছাচারিতা Ⓓ মেকি স্বামীপ্রেম **Ans Ⓓ**

03. 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে 'সুনাম' কথাটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ দুর্নাম Ⓑ সম্মান Ⓒ খ্যাতি Ⓓ প্রতাপ **Ans Ⓐ**

04. মৃত্যুঞ্জয় কোন বংশের ছেলে?
Ⓐ মালো Ⓑ মিত্তির Ⓒ দত্ত Ⓓ আচার্য **Ans Ⓑ**

05. কোন উক্তিটির মাধ্যমে বিলাসীর আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই
Ⓑ এসব তুমি আর কখনও কোরো না
Ⓒ বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়েছে জানো
Ⓓ বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও **Ans Ⓒ**

06. বিলাসীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কী কারণ ছিল?
Ⓐ অন্যায়ের শাস্তি প্রদান Ⓑ মানসিক সংকীর্ণতা
Ⓒ মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে শত্রুতা Ⓓ ধর্মীয় নির্দেশ পালন **Ans Ⓑ**

07. সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা কোনটি?
Ⓐ সাপ ধরা Ⓑ বিষ ছাড়ানো Ⓒ শিকড় বিক্রি Ⓓ খেলা দেখানো **Ans Ⓒ**

08. 'একলা যেতে ভয় করবে না তো?' উক্তিটি কার?
Ⓐ ন্যাড়ার Ⓑ মৃত্যুঞ্জয়ের Ⓒ আত্মীয়ার Ⓓ বিলাসীর **Ans Ⓓ**

09. কার গোখরো সাপ পোষার শখ ছিল?
Ⓐ ন্যাড়ার Ⓑ বিলাসীর Ⓒ বুড়া মালোর Ⓓ মৃত্যুঞ্জয়ের **Ans Ⓐ**

10. খরিশ গোখরোটি ধরতে মৃত্যুঞ্জয়ের কত সময় লেগেছিল?
Ⓐ মিনিট তিনেক Ⓑ মিনিট পাঁচেক Ⓒ মিনিট সাতেক Ⓓ মিনিট দশেক **Ans Ⓓ**

11. মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে জীবন গ্রহণ করল কেন?
Ⓐ বিলাসীকে বিয়ে করার কারণে Ⓑ সাপ ধরা তার শখ ছিল বলে
Ⓒ সাপুড়ে জীবন ভালো লাগত বলে Ⓓ গ্রামছাড়া হয়েছিল বলে **Ans Ⓐ**

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-৩ আমার পথ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কাজী নজরুল ইসলাম ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল)– **বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : কাজী ফকির আহমেদ, মাতা : জাহেদা খাতুন।**
- কাজী নজরুল ইসলামের ডাকনাম– **দুখু মিয়া।**
- কাজী নজরুল ইসলামের ছদ্মনাম– **ধূমকেতু, ব্যাঙাচি।**
- তিনি বাংলা সাহিত্যে– **'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত।**
- কাজী নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন– মাত্র তেতাল্লিশ (১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর) বছর বয়সে।
- স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে– **১৯৭২ সালের ২৪ মে তাঁকে সপরিবারে বাংলাদেশে আনা হয়।**
- কাজী নজরুল ইসলাম বারো বছর বয়সে লেটোর দলে যোগ দিয়ে যে ধরনের গান রচনা করতেন– **পালাগান।**
- কাজী নজরুল ইসলাম আসানসোলে এক রুটির দোকানে চাকরি নেন– **মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে।**
- তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়– **১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারিতে** (মৃত্যুর ছয় মাস আগে)।
- কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– **অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, ফণি-মনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, চক্রবাক, পুবের হাওয়া, বিঙেফুল।**
- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ– **যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু।**
- তাঁর তিনটি উপন্যাস যথাক্রমে– **বাঁধন-হারা, মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা।**
- কাজী নজরুল ইসলাম বিখ্যাত গল্প– **ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।**
- তাঁর রচিত নাটক– **ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।**
- তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা– **ধূমকেতু, লাঙ্গল, দৈনিক নবযুগ।**
- তাঁর রচিত জীবনীকাব্য– **মরু-ভাস্কর [হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবনীগ্রন্থ]।**
- 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় (২২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) যে কবিতা প্রকাশিত হলে তিনি গ্রেফতার হন– **আনন্দময়ীর আগমনে।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র উপন্যাস– **'বাঁধন-হারা (১৯২৭)।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. পচে যাওয়া সমাজের কী না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না?
Ⓐ ধ্বংস Ⓑ ক্ষয় Ⓒ পতন Ⓓ মৃত্যু **Ans Ⓐ**

02. ভুল করছে বুঝেও কীসের খাতিরে প্রাবন্ধিক ভুলটাকে ধরে থাকবেন না?
Ⓐ অহংকার Ⓑ জেদ Ⓒ অভিমান Ⓓ সম্মানহানি **Ans Ⓑ**

03. আত্মার দম্ভতে শির উঁচু করে, পুরুষ মনে কীসের ভাব আনে?
Ⓐ ডোন্ট কেয়ার Ⓑ পৌরুষ Ⓒ অহংকার Ⓓ গাম্ভীর্য **Ans Ⓐ**

04. লেখকের আগুনের শিখাকে নেভাতে পারে কোনটি?
Ⓐ অহংকারের জল Ⓑ মন্ত্রসিদ্ধ জল Ⓒ মিথ্যার জল Ⓓ অসত্যের জল **Ans Ⓒ**

05. 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে কোনটি অন্তরের শক্তিকে খর্ব করে?
Ⓐ ভুল Ⓑ অন্যায় Ⓒ অনাচার Ⓓ মিথ্যা **Ans Ⓓ**

06. মহাত্মা গান্ধী যা শেখাচ্ছিলেন–
Ⓐ স্বাবলম্বন Ⓑ নিজ শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন Ⓒ আত্মনির্ভরশীলতা Ⓓ সবগুলো **Ans Ⓓ**

07. বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পায় না কারা?
Ⓐ যারা কপট আচরণ করে Ⓑ যারা অন্তরে সত্যের স্থান নেই
Ⓒ যাদের অন্তরে গোলামির ভাব Ⓓ যাদের আলসেমি করে **Ans Ⓒ**

08. ভারতবর্ষের পরাধীনতার প্রধান কারণ রূপে কোনটিকে চিহ্নিত করা যায়?
Ⓐ অজ্ঞানতা Ⓑ অলসতা Ⓒ স্বার্থপরতা Ⓓ নিষ্ক্রিয়তা **Ans Ⓓ**

09. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস হিসেবে সমর্থনযোগ্য?
Ⓐ কুহেলিকা Ⓑ ব্যথার দান Ⓒ শিউলিমালা Ⓓ রাজবন্দীর জবানবন্দী **Ans Ⓐ**

10. সবাইকে নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কার কথা উল্লেখ করেছেন?
Ⓐ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Ⓑ জওহরলাল নেহরু
Ⓒ ইন্দিরা গান্ধী Ⓓ মহাত্মা গান্ধী **Ans Ⓓ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৪

মানব-কল্যাণ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের পহেলা জুলাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। পিতা : ফজলুর রহমান।
- **সাহিত্যকীর্তি :** আবুল ফজল মূলত চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, স্বদেশ ও ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবতা ও শুভবোধ তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এছাড়া জাতির বিভিন্ন সংকট ও ক্রান্তিলগ্নে তাঁর নির্ভীক ভূমিকার জন্য তিনি 'জাতির বিবেক' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।
- তিনি ছাত্রজীবনে যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন– **বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।**
- তিনি যে আখ্যা লাভ করেছিলেন– **মুক্তবুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী।**
- সাহিত্যচর্চায় অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার পান– **২০১২ সালে।**
- **উপন্যাস :** রাঙা প্রভাতে প্রদীপ ও পতঙ্গ চৌচির হয়ে গেল।
- **গল্পগ্রন্থ :** মৃতের আত্মহত্যার কথা শুনে মাটির পৃথিবী শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচিত হলো।
- **প্রবন্ধ :** লেখক তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিচিত্র কথা লিখেছেন। লিখেছেন তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, মানবতন্ত্র, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন এবং সমকালীন চিন্তা নিয়ে।
- **নাটক :** প্রগতি স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠানে কায়েদে আজমকে বরমাল্য পরালেন।
- **আত্মকাহিনি/দিনলিপি :** রেখা (রেখাচিত্র) তার রোজনামচায় (লেখকের রোজনামচা) দুর্দিনের দিনলিপি লিখেছে।
- **উৎস :** আবুল ফজল ১৯৭২ সালে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি প্রথমে 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ' কথাটি কে বলেছিলেন?
Ⓐ আবুল ফজল Ⓑ ইসলামের নবি
Ⓒ গৌতম বুদ্ধ Ⓓ জনৈক ঋষি Ans Ⓑ

02. 'নিচের হাত' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
Ⓐ পরোপকারী Ⓑ মহৎ হৃদয়
Ⓒ গ্রহীতা Ⓓ দাতা Ans Ⓒ

03. 'ওপরের হাত' বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?
Ⓐ মহৎ হৃদয়কে Ⓑ গ্রহীতাকে
Ⓒ দাতাকে Ⓓ শুভাকাঙ্ক্ষীকে Ans Ⓒ

04. দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর মাঝে কোনটি প্রতিফলিত হয়?
Ⓐ বিষণ্নতা Ⓑ সততা
Ⓒ মৌনতা Ⓓ দীনতা Ans Ⓓ

05. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়?
Ⓐ মুখমণ্ডলে Ⓑ অন্তর মাঝে
Ⓒ সর্ব অবয়বে Ⓓ হৃদয়ের গভীরে Ans Ⓒ

06. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা প্রতিফলিত অবস্থাকে লেখক কী বলে অভিহিত করেছেন?
Ⓐ নির্মোহ Ⓑ সাদামাটা
Ⓒ নগণ্য Ⓓ বীভৎস Ans Ⓓ

07. মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগৃহীতের মধ্যে পার্থক্য কেমন?
Ⓐ আকাশ-পাতাল Ⓑ সামান্য
Ⓒ সীমাহীন Ⓓ নগণ্য Ans Ⓐ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৫

মাসি-পিসি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণ করেন– ১৯ মে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী।
- তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম– **প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক নাম– মানিক এবং জন্মপঞ্জিকায় নাম– অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান ছিলেন– উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে।
- তাঁর লেখনীতে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে– মার্কসিজমের প্রভাব।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন– 'নবারুণ' পত্রিকার।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায়– **১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।**
- 'অতসী মামী' প্রথম– **বিচিত্রা (সম্পাদক ফজল শাহাবুদ্দীন) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে।**
- তাঁর সাহিত্যকর্মের সংখ্যা– **৩৯টি উপন্যাস ও ৩০০টি ছোটগল্প।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ– **হলুদ নদী সবুজ বন।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ– **লেখকের কথা।**
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটক– **ভিটেমাটি (১৯৪৬)।**
- তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস– **পদ্মানদীর মাঝি** (আঞ্চলিক উপন্যাস)।
- 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসটি– **১৯৩৪ সাল থেকে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।**
- 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস নিয়ে ১৯৩৯ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন– **গৌতম ঘোষ।**
- তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম– **জননী (১৯৩৫)**
- 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়– কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)।
- 'মাসি-পিসি' গল্পটি সংকলিত হয়– **'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে।**

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. জগু আহ্লাদিকে নিতে চায় কেন?
Ⓐ যৌতুকের লোভে Ⓑ সম্পত্তির লোভে
Ⓒ ভালোবেসে Ⓓ অনুতপ্ত হয়ে Ans Ⓑ

02. মাসি-পিসি জীবিকার তাগিদে কীসের ব্যবসা শুরু করে?
Ⓐ কাপড়ের ব্যবসা Ⓑ শাক-সবজির ব্যবসা
Ⓒ খড়ের ব্যবসা Ⓓ হাঁস-মুরগির ব্যবসা Ans Ⓑ

03. মাসি ও পিসি উভয়ই–
Ⓐ সধবা নারী Ⓑ বিধবা নারী Ⓒ কুলীন নারী Ⓓ প্রিয়ংবদা নারী Ans Ⓑ

04. আহ্লাদিকে একা রেখে কোথাও যেতে মাসি-পিসির সাহস হয় না কেন?
Ⓐ একা পেয়ে কেউ তার ক্ষতি করবে ভেবে
Ⓑ জগু তুলে নিয়ে যাবে ভেবে
Ⓒ একা থাকতে আহ্লাদি ভয় পায় বলে
Ⓓ তারা আহ্লাদিকে অনেক ভালোবাসে বলে Ans Ⓐ

05. 'সরীসৃপ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা?
Ⓐ উপন্যাস Ⓑ ছোটগল্প Ⓒ নাটক Ⓓ প্রবন্ধ Ans Ⓑ

06. খারাপ লোক হলেও জগু বাড়িতে এলে মাসি-পিসির আদর করার কারণ–
Ⓐ মানবিকতা Ⓑ নমনীয়তা
Ⓒ সামাজিকতা Ⓓ পুরুষতান্ত্রিকতা Ans Ⓒ

07. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির উপজীব্য–
Ⓐ মাঝি-মাল্লার সংগ্রামী জীবন Ⓑ চরবাসীদের দুঃখী জীবন
Ⓒ জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ Ⓓ চাষি জীবনের করুণচিত্র Ans Ⓒ

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৬

বায়ান্নর দিনগুলো

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ– গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন।
- শেখ মুজিবুর রহমান 'জাতির পিতা' উপাধিতে ভূষিত হন– ৩ মার্চ ১৯৭১।
- শেখ মুজিবুর রহমান জেলে ছিলেন– সাতাশ-আটাশ মাস।
- তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন– ছয় দফা দাবির মাধ্যমে।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন– "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
- বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন– ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পরে।
- তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।
- মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি দেশে ফেরেন– ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।
- তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' পুরস্কারে ভূষিত হন– ১৯৭২ সালের ১৮ অক্টোবর।
- বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্রের হাত থেকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে– 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন।
- বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' পুরস্কার গ্রহণ করেন– ১৯৭৩ সালের ২৩ মে।
- ১০ জানুয়ারি পালিত হয়– বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।
- দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন– ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।
- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ভাষারীতি– চলিতরীতি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন জেলগেটে আধা ঘণ্টা দেরি করেন?
Ⓐ ফরিদপুর জেলগেটে Ⓑ ময়মনসিংহ জেলগেটে
Ⓒ নারায়ণগঞ্জ জেলগেটে Ⓓ ঢাকা জেলগেটে **Ans Ⓐ**

02. 'জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে।' কথাটিতে বঙ্গবন্ধুর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ যুক্তিবাদিতা Ⓑ আবেগময়িতা
Ⓒ মৃত্যুচেতনা Ⓓ শোষণবিরোধিতা **Ans Ⓒ**

03. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলগেটে কার ওপর রেগে গেলেন?
Ⓐ আইবির ওপর Ⓑ জেল অফিসারের ওপর
Ⓒ চায়ের দোকানের মালিকের ওপর Ⓓ মহিউদ্দিনের ওপর **Ans Ⓐ**

04. কত সালে শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুরে ইলেকশন ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন?
Ⓐ ১৯৪৬ Ⓑ ১৯৫২
Ⓒ ১৯৫৪ Ⓓ ১৯৬৪ **Ans Ⓐ**

05. কারা কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরতে দিতে চাচ্ছিল না কেন?
Ⓐ সরকারের নির্দেশে Ⓑ দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায়
Ⓒ তাঁর পরিবারের অনুরোধে Ⓓ জেল সুপারের আদেশে **Ans Ⓐ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৭

রেইনকোট

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন– ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি গাইবান্ধার গেটিয়া গ্রামে মামাবাড়িতে। পিতা : বি.এম. ইলিয়াস এবং মাতা : মরিয়ম ইলিয়াস।
- তিনি সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন– দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি,
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মারা যান– ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকায়।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিখ্যাত উপন্যাস– চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) ও খোয়াবনামা (১৯৯৬)।
- তাঁর 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি– ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত।
- তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ– অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৭), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭)।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যোচিত উপন্যাস– 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা'।
- তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ– সংস্কৃতির ভাঙা সেতু (১৯৯৮)।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি– ঊনসত্তরের (১৯৬৯) গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিখ্যাত কয়েকটি গল্প– প্রতিশোধ, অপঘাত, রেইনকোট, মিলির হাতে স্টেনগান।
- 'মিলির হাতে স্টেনগান' ও 'রেইনকোট'– মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প।
- 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয়– ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়।
- 'সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড় অপরাধ।' মিলিটারি এ কথাটি বলে– প্রিন্সিপ্যালকে।
- ইসহাক জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়– বেবি ট্যাক্সিতে চড়ে।
- 'আগে বাড়ো' ড্রাইভারকে এই নির্দেশনা দেয়– মিলিটারি।
- মিন্টু মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকে চলে যায়– ২৩ জুন।
- 'এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার' উক্তিটি– কিসিনজার সাহেবের।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নুরুল হুদাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তলব করার কারণ–
Ⓐ অফিসারের নির্দেশে Ⓑ প্রিন্সিপ্যালের অভিযোগে
Ⓒ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ভেবে Ⓓ তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে **Ans Ⓒ**

02. নিচের কোনটি উপন্যাস?
Ⓐ মিলির হাতে স্টেনগান Ⓑ অন্য ঘরে অন্য স্বর Ⓒ খোয়াবনামা Ⓓ ছাড়পত্র **Ans Ⓒ**

03. 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধারা কার বাড়ির গেটে বোমা ফেলেছিল?
Ⓐ নুরুল হুদা Ⓑ ড. আফাজ আহমদ
Ⓒ প্রফেসর আকবর সাজিদ Ⓓ আবদুস সাত্তার মৃধা **Ans Ⓑ**

04. নিচের কোনটি মহাকাব্যিক উপন্যাস?
Ⓐ চিলেকোঠার সেপাই Ⓑ অন্য ঘরে অন্য স্বর Ⓒ খোঁয়ারি Ⓓ দোজখের ওম **Ans Ⓐ**

05. 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোট বহন করছে–
Ⓐ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস Ⓑ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
Ⓒ মুক্তিযুদ্ধের লোকগাঁথা Ⓓ মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা **Ans Ⓑ**

06. 'রেইনকোট' গল্পের মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো ছিল কেন?
Ⓐ কর্নেলের হুকুমে Ⓑ নষ্ট হওয়ায় Ⓒ গুলি লেগেছিল Ⓓ বিদ্যুৎ না থাকায় **Ans Ⓓ**

07. কার জন্য প্রিন্সিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ে?
Ⓐ মুক্তিবাহিনীর জন্য Ⓑ শিক্ষকদের জন্য Ⓒ পাকিস্তানের জন্য Ⓓ পরিবারের জন্য **Ans Ⓒ**

08. প্রিন্সিপ্যাল কোন সময় স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর জন্য আবেদন জানায়?
Ⓐ যুদ্ধের শুরুতে Ⓑ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি
Ⓒ জুন মাসের শেষে Ⓓ মার্চ মাসের ২৫ তারিখে **Ans Ⓑ**

09. মিন্টু কোথায় আছে সেটা কে জানে?
Ⓐ প্রিন্সিপ্যাল Ⓑ পাকিস্তানি বাহিনী
Ⓒ নুরুল হুদা ও তার বউ Ⓓ আব্দুস সাত্তার মৃধা **Ans Ⓒ**

10. গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে কোন পোশাকে?
Ⓐ বোরখা Ⓑ রেইনকোট Ⓒ পাঞ্জাবি Ⓓ মিলিটারির পোশাক **Ans Ⓑ**

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৮

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জুন (বাংলা ১৩ আষাঢ় ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- **ছদ্মনাম :** বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ছদ্মনাম কমলাকান্ত।
- তিনি যে সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন– **বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস– **দুর্গেশনন্দিনী।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসটি যে ইংরেজি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত– **ইংরেজ ঔপন্যাসিক E.B Lytton রচিত The last Days of Pompeii অবলম্বনে রচিত।**
- উপন্যাস রচনায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন– **ইংরেজি ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক।**
- মোগল পাঠানের যুদ্ধের পটভূমিকায় নরনারীর প্রেমের উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত– **দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদনা করেন– **তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**
- তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস– **কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।**
- দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত ৩য় উপন্যাস– **মৃণালিনী (১৮৬৯)।**
- সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর উপন্যাস– **বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।**
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস– **রজনী (১৮৭৭)।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলনের নাম– **কমলাকান্তের দপ্তর।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস– **রাজসিংহ।**
- বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়– ১৮৮৪ সালে।
- 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনা করেন– **রায়নন্দিনী (১৯১৮) উপন্যাস।**
- **উপন্যাস :** Rajmohon's Wife (১৮৬৪), দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম উপন্যাস, ১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী (১৮৭৭), চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ (১৮৮২), ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী।
- **ত্রয়ী উপন্যাস :** আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।
- **কাব্যগ্রন্থ :** ললিতা তথা মানস (১৮৫৬) : তাঁর রচিত প্রথম এবং একমাত্র কাব্যগ্রন্থ।
- **প্রবন্ধ :** লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫, তিন অংশে বিভক্ত), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন (১৮৮৮), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি।
- **উৎস পরিচিতি :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি ১৮৮৫ সালে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত বিষয় :** সাধুরীতিতে লেখা 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি আকারে ছোট হলেও চিন্তার মৌলিকত্বে অসাধারণ। বক্তব্যের তাৎপর্য বিচার করলে প্রবন্ধটির সর্বকালীন বৈশ্বিক আবেদন রয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবীন লেখকদের যে পরামর্শ দিয়েছেন চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তা অবশ্যই পালনীয়। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র অত্যাবশ্যক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে অল্প কথায় এখানে লেখকের আদর্শ কী হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। নবীন লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপদেশ গ্রহণ করলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজ যেমন উপকৃত হবে তেমনি আমাদের সৃজনশীল সাহিত্য জগৎ সমৃদ্ধ হবে।
- **প্রথম লাইন–** যশের জন্য লিখিবেন না।
- **শেষ লাইন–** এই নিয়মগুলি বাঙ্গালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. লেখকের 'লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি' প্রবল হয়ে ওঠে কী কারণে?
Ⓐ পাঠকের রুচি বিবেচনায় আনলে Ⓑ অর্থলাভের আশায় লিখলে
Ⓒ সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকলে Ⓓ বিদ্যা প্রকাশের প্রচেষ্টা থাকলে **Ans Ⓑ**

02. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'লেখা' বিলম্বে ছাপাতে বলেছেন কেন?
Ⓐ উপযুক্ত প্রমাণ সংযোজনের সুবিধার্থে
Ⓑ পাঠকের মনে চাহিদার উদ্রেক করতে
Ⓒ লেখার ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে
Ⓓ মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন করতে **Ans Ⓒ**

03. লেখক রচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কীসের জন্য লিখতে বারণ করেছেন?
Ⓐ যশের Ⓑ ক্ষমতার
Ⓒ অর্থলাভের Ⓓ ব্যক্তিস্বার্থের **Ans Ⓒ**

04. লেখা ভালো হলে কোনটি নিশ্চিত?
Ⓐ অর্থ আসবে Ⓑ অলংকার আসবে
Ⓒ খ্যাতি আসবে Ⓓ প্রকাশক আসবে **Ans Ⓒ**

05. অর্থের উদ্দেশ্যে লিখতে গেলে কোন প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে?
Ⓐ চুরি করার প্রবৃত্তি Ⓑ স্বার্থ-সাধন প্রবৃত্তি
Ⓒ হিংসাত্মক প্রবৃত্তি Ⓓ লোক-রঞ্জন প্রবৃত্তি **Ans Ⓓ**

06. বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য কোনটি?
Ⓐ মানব-কল্যাণ Ⓑ লোকরঞ্জন
Ⓒ যশলাভ Ⓓ অর্থলাভ **Ans Ⓐ**

07. প্রবন্ধ অনুসারে কোথায় এখন অনেকে টাকার জন্য লেখে?
Ⓐ এশিয়ায় Ⓑ ইউরোপে
Ⓒ আফ্রিকায় Ⓓ অস্ট্রেলিয়ায় **Ans Ⓑ**

08. 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে কোনটিকে সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলা হয়েছে?
Ⓐ প্রতিপত্তি অর্জন Ⓑ সৌন্দর্য সৃষ্টি
Ⓒ খ্যাতি লাভ Ⓓ ব্যক্তিস্বার্থ **Ans Ⓑ**

09. মানবকল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচয়িতাদের লেখকাদের সাথে তুলনা করেছেন?
Ⓐ রিকশাওয়ালা Ⓑ কাবুলিওয়ালা
Ⓒ ফেরিওয়ালা Ⓓ যাত্রাওয়ালা **Ans Ⓓ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-৯

গৃহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **নাম :** পৈতৃক নাম রোকেয়া খাতুন। বৈবাহিক সূত্রে নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।
- **নারীবাদী লেখিকা :** তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম নারীবাদী লেখিকা (নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করা ছিল উদ্দেশ্য) হিসেবে পরিচিত।
- **স্কুল প্রতিষ্ঠা :** তিনি ১৯১১ সালে কলকাতায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস
- বিবিসির জরিপকৃত শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রোকেয়ার স্থান– **ষষ্ঠ।**
- **গদ্যগ্রন্থ :** মতিচূর (১৯০৪, প্রথম রচিত গ্রন্থ), অবরোধবাসিনী।
- **উপন্যাস :** পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন, SULTANA'S DREAM (ইংরেজি রচনা)

CamScanner

- **উৎস :** 'গৃহ' প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'মতিচূর' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে চয়ন করা হয়েছে।
- **পাঠ-পরিচিতি :** 'গৃহ' প্রবন্ধ রচনায় বেগম রোকেয়া তাঁর মৌলিক চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রবন্ধে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সাধারণত বলা হয়ে থাকে, নারীর জন্য বরাদ্দ 'ঘর', আর পুরুষের জন্য আছে 'বাহির'। অর্থাৎ পুরুষ সম্পৃক্ত থাকবে বাইরের জীবন ও জগতের সঙ্গে। অন্যদিকে নারী সীমাবদ্ধ থাকবে গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নারীকে করে তোলে ঘরের সামগ্রী। নারীর জন্য ঘর বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে নারীর কোনো ঘর আছে কিনা 'গৃহ' প্রবন্ধে এমন প্রশ্ন তুলেছেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতাসূত্রে তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কাছে নারীর ঘরও বিপন্ন, ঘর বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। নারীর অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও জীবনযাপন-প্রায় সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে পুরুষ। 'গৃহ' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বেশ কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বে নিজস্ব গৃহের আনন্দ ও অনুভূতি থেকে নারী প্রবলভাবে বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গৃহ বা ঘর প্রকৃতপক্ষে মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির স্থান। কিন্তু প্রচলিত সমাজকাঠামোতে নারী তার ঘরেও পরাধীন।
- **প্রথম লাইন–** গৃহ বলিলে একটা আরাম বিরামের শান্তি-নিকেতন বুঝায়–
- **শেষ লাইন–** সকলেরই গৃহ আছে– নাই কেবল আমাদের।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'গৃহ' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক একবার কোন স্থানের নিকটবর্তী শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেন?
Ⓐ শেরপুর Ⓑ গাজীপুর
Ⓒ জামালপুর Ⓓ দিনাজপুর **Ans Ⓒ**

02. 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকার কোন বাড়ির স্ত্রীলোকদের দেখতে আগ্রহ হয়?
Ⓐ কলিমের বাড়ির Ⓑ হাশেমের বাড়ির
Ⓒ শরাফত উকিলের বাড়ির Ⓓ রমাসুন্দরীর বাড়ির **Ans Ⓒ**

03. শরাফত উকিলের বাড়ির মহিলারা অতিশয় শান্তশিষ্ট মিষ্টভাষিণী হলেও তারা ছিলেন–
Ⓐ কূপমণ্ডূক Ⓑ সুদর্শনা
Ⓒ বাকপটু Ⓓ বিচক্ষণ **Ans Ⓐ**

04. শরাফত উকিলের বাড়িতে লেখিকার অভ্যর্থনা কেমন ছিল?
Ⓐ যথোচিত Ⓑ অযাচিত
Ⓒ উপেক্ষিত Ⓓ অনাড়ম্বর **Ans Ⓐ**

05. শরাফত উকিলের পত্নীর নাম কী ছিল?
Ⓐ খদিজা Ⓑ জমিলা
Ⓒ হসিনা Ⓓ আমেনা **Ans Ⓒ**

06. জমিলাকে তাদের বাড়িতে যেতে অনুরোধ করেছিলেন?
Ⓐ খদিজা Ⓑ লেখিকা
Ⓒ কলিম Ⓓ রমাসুন্দরী **Ans Ⓑ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১০

আহ্বান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন– ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামের মামাবাড়িতে। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী।
- তিনি মারা যান– ১৯৫০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায়।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি উপন্যাস– পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), দেবযান (১৯৪৪), ইছামতি (১৯৫০), অশনি সংকেত (১৯৫৯)।
- তাঁর রচিত বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি– অভিযাত্রিক (১৯৪০), স্মৃতি রেখা (১৯৪১), তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩), উৎকর্ণ (১৯৪৬)।
- তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্প– মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরিফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), কিন্নর দল (১৯৩৮), জন্ম ও মৃত্যু, বিধুমাস্টার (১৯৪৫), মুখ ও মুখশ্রী (১৯৪৭)।
- ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৮বঙ্গাব্দে) 'প্রবাসী' পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প– 'উপেক্ষিতা' প্রকাশ পায়।
- তাঁর কালজয়ী যুগল উপন্যাস– 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'।
- পরবর্তী অংশের নাম হলো– অপরাজিত (১৯৩১)।
- 'পথের পাঁচালী' প্রথম প্রকাশিত হয়– 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।
- 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন– সত্যজিৎ রায়।
- 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি চরিত্র– অপু, দুর্গা, ইন্দির ঠাকরুন, সর্বজয়া।
- 'অপরাজিত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়– প্রবাসী পত্রিকায়। উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'অলোক সারথী'
- 'পথের পাঁচালী' কাহিনির পটভূমিতে আছে– বাংলাদেশের গ্রাম ও তার পরিচিতি মানুষের জীবন। এর প্রধান অংশই হলো একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়।
- তিনি ১৯৫১ সালে 'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য– রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ (মরণোত্তর) লাভ করেন।
- 'ইছামতি' উপন্যাসটিতে– নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে।
- 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়– 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত।
- সত্যজিৎ রায় তাঁর যে উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র করেন– অশনি সংকেত।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্মজীবনী– তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।
- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ বাঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে তিনি রচনা করেন– 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি।
- ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'হীরে মানিক জ্বলে'– রমাঞ্চকর উপন্যাস।
- তাঁর 'দেবযান' (১৯৪৪)– প্রেততত্ত্ব ও পারলোকতত্ত্ব ভিত্তিক উপন্যাস।
- 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণের– রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে।
- 'আহ্বান' গল্পটি– একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প।
- প্রথম লাইন– দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
- শেষ লাইন– সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত, –অ মোর গোপাল।
- 'আহ্বান' গল্পটির ভাষা– চলিতরীতির।
- মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাঁধন তা ধনসম্পদের নয়, তা গড়ে ওঠে– হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শেই।
- ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ ও বৈষম্য, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সংস্কার ও গোঁড়ামির ফলে যে দূরত্ব গড়ে ওঠে তাও ঘুচে যেতে পারে– নিবিড় স্নেহ, উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টির ফলে।
- 'আহ্বান' গল্পের অন্যতম উপজীব্য বিষয়– দারিদ্র-পীড়িত গ্রামের মানুষের সহজ-সরল জীবনধারার প্রতিফলন।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- লেখক এ গল্পে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন– দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে।
- গ্রামীণ লোকায়ত প্রান্তিক জীবনধারা শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে যে অনেকটা মুক্ত সে সত্যও– 'আহ্বান' গল্পে উন্মোচিত হয়েছে।
- লেখকের পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙে চুরে ভিটিতে গজিয়েছে– জঙ্গল।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. 'আহ্বান' গল্পের লেখক কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?
Ⓐ বাড়ুয্যে Ⓑ মুখয্যে
Ⓒ চক্কোত্তি Ⓓ চাটুয্যে **Ans Ⓐ**

02. কোন মাসের ছুটিতে গোপাল (গল্পকথক) এসে নতুন ঘরখানায় ওঠেন?
Ⓐ বৈশাখ Ⓑ জ্যৈষ্ঠ
Ⓒ ভাদ্র Ⓓ আশ্বিন **Ans Ⓑ**

03. বুড়ির স্বামী কীসের কাজ করতেন?
Ⓐ করাতের Ⓑ মুচির
Ⓒ ফেরিঘাটের Ⓓ নৌকার **Ans Ⓐ**

04. কার দেওয়া দুধে অর্ধেক জল?
Ⓐ গোয়ালা Ⓑ হাজরা ব্যাটার বউ
Ⓒ ঘুঁটি গোয়ালিনী Ⓓ প্রসন্ন গোয়ালিনী **Ans Ⓒ**

05. 'এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি' উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ পরোপকার Ⓑ স্নেহবোধ
Ⓒ আন্তরিকতা Ⓓ ভালোবাসা **Ans Ⓑ**

06. 'ধড়মড়' কোন ধরনের শব্দ?
Ⓐ বাগ্‌ধারা Ⓑ শব্দদ্বিত্ব
Ⓒ মৌলিক Ⓓ যোগরূঢ় শব্দদ্বিত্ব **Ans Ⓑ**

07. 'তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী।' কার সম্পর্কে এ কথাটি বলা হয়েছে?
Ⓐ আব্দুলের বোন সম্পর্কে Ⓑ চক্কোত্তি মশায়ের মেয়ে সম্পর্কে
Ⓒ বুড়ি সম্পর্কে Ⓓ বুড়ির পাতানো মেয়ে সম্পর্কে **Ans Ⓒ**

08. 'পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি?' কীসের জন্য?
Ⓐ আমের জন্য Ⓑ সাহায্যের জন্য
Ⓒ দুধের জন্য Ⓓ পাতিলেবুর জন্য **Ans Ⓒ**

09. 'মলিন বালিশ' বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ মরা মানুষের বালিশ Ⓑ পুরনো বালিশ
Ⓒ দুঃখী বালিশ Ⓓ ছেড়া বালিশ **Ans Ⓑ**

বাংলা ১ম পত্র | অধ্যায়-১১

মহাজাগতিক কিউরেটর

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মুহম্মদ জাফর ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন– ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর পিতার কর্মস্থল সিলেটে। পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ। মাতা আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পৈতৃক নিবাস– নেত্রকোনা জেলায়।
- বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ– একজন দুর্বল মানুষ (১৯৯২), ছেলেমানুষী (১৯৯৩)।
- বিখ্যাত উপন্যাস– আকাশ বাড়িয়ে দাও (১৯৮৭), বিবর্ণ তুষার (১৯৯৩), দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর (১৯৯৪), কাচসমুদ্র (১৯৯৯), ক্যাম্প।
- বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ– কপোট্রনিক সুখ দুঃখ (১৯৭৬), ক্রুগো (১৯৮৮), অবনীল (২০০৪), অক্টোপাসের চোখ (২০০৯), ইকারাস (২০০৯)।
- বিখ্যাত শিশুতোষ গ্রন্থ– বুগাবুগা (২০০১), রতন, ঘাস ফড়িং (২০০৮)।
- কিশোর সাহিত্য– দীপু নাম্বার টু (১৯৮৪), আমার বন্ধু রাশেদ (১৯৯৪)।
- 'দীপু নাম্বার টু'– কিশোর উপন্যাস। চলচ্চিত্রে রূপ (১৯৯৬),
- বিখ্যাত গল্প– আমড়া ও ক্যাঁব নেবুলা (১৯৯৬), তিন্নি ও বন্যা (১৯৯৮)।
- ভ্রমণবিষয়ক সাহিত্য– আমেরিকা (১৯৯৭), রঙিন চশমা (২০০৭)।
- বিখ্যাত রেডিও ও টিভি নাটক– গেস্ট হাউস, ঘাস ফড়িঙের স্বপ্ন, শান্তা পরিবার, শুকনো ফুল রঙিন ফুল (২০১১, সহায়তায় ইউনিসেফ)।
- 'ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম, টুকুনজিল, ক্রোমিয়াম অরণ্য, অবনীল, মহাকাশে মহাত্রাস' এগুলো– সায়েন্স ফিকশনধর্মী।
- 'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি লেখকের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে।
- মহাজাগতিক কিউরেটর গল্পের ভাষারীতি– চলিতরীতি।
- কিউরেটরদ্বয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে– সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ।
- 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।' উক্তিটি– প্রথম প্রাণীর।
- 'পৃথিবী' গ্রহটি খুঁটিয়ে দেখে তারা– সন্তুষ্ট হলো।
- জাদুঘর রক্ষক বা জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ককে বলা হয়– কিউরেটর।
- এ গল্পে মানুষের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে– দুই মিলিয়ন।
- মানুষ নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করছে– প্রকৃতির ভারসাম্য।
- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রাণী হিসেবে সমর্থনযোগ্য– ডাইনোসর।
- ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে– পিঁপড়া।
- যে অন্যকে আশ্রয় করে বাঁচে তাকে– পরজীবী বলে।
- মহাজাগতিক বলতে বোঝায়– মহাজগৎ সম্বন্ধীয়।
- 'বিপদে দিশেহারা হয় না, অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দেয়' এ বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথিবীতে তুলনীয়– পিঁপড়ার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে।
- 'মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী নয়' কথাটি বলা হয়েছে– এরা একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে ও প্রকৃতিকে দূষিত করেছে বলে।
- 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে ১২টি প্রাণীর কথা উল্লেখ আছে। যথা : ভাইরাস, সাপ, ব্যাকটেরিয়া, হাতি, নীল তিমি, বাঘ, কুকুর, হরিণ, ডাইনোসর, পিঁপড়া, পাখি, মানুষ।
- 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে– লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কিউরেটরগণ শঙ্কিত কেন?
Ⓐ মানুষের বুদ্ধিহীনতার কারণে Ⓑ মানুষের কূপমণ্ডূকতার কারণে
Ⓒ মানুষের বিবেকহীনতার কারণে Ⓓ মানুষের অলসতার কারণে **Ans Ⓐ**

02. প্রাণীর বিকাশের নীলনকশা কী দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে?
Ⓐ DNA Ⓑ RNA
Ⓒ কোষ Ⓓ সাইটোপ্লাজে **Ans Ⓐ**

03. শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী কোনটি?
Ⓐ পিঁপড়া Ⓑ টিকটিকি Ⓒ মানুষ Ⓓ বাঘ **Ans Ⓑ**

04. 'কী সুন্দর হলুদের মাঝে... ডোরাকাটা।' শূন্যস্থানে নিচের কোনটি বসবে?
Ⓐ সাদা Ⓑ কালো Ⓒ লাল Ⓓ নীল **Ans Ⓑ**

05. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় কোন বোমার উল্লেখ করা হয়েছে?
Ⓐ সালফার বোমা Ⓑ নিউক্লিয়ার বোমা
Ⓒ তেজস্ক্রিয় বোমা Ⓓ মিগ বোমা **Ans Ⓑ**

06. মহাজাগতিক কিউরেটর রচনা অনুসারে মানুষ প্রকৃতিকে কী করে ফেলেছে?
Ⓐ সুন্দর Ⓑ ধ্বংস
Ⓒ সাজিয়ে Ⓓ মনোরম **Ans Ⓑ**

07. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে প্রাণীর বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন কী দ্বারা বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ স্থাপত্য Ⓑ সভ্যতা
Ⓒ পুরাকীর্তি Ⓓ সাহিত্য **Ans Ⓑ**

08. 'কিউরেটর' শব্দের অর্থ কী?
Ⓐ বিমানের পরিচালক Ⓑ জাদুঘর রক্ষক
Ⓒ জাহাজের চালক Ⓓ লাইব্রেরি রক্ষক **Ans Ⓑ**

09. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় কার মধ্যে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই?
Ⓐ সাইটোপ্লাজম Ⓑ নিউক্লিয়াস
Ⓒ রাইবোসোম Ⓓ ব্যাকটেরিয়া **Ans Ⓓ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১২

নেকলেস

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যে বিষয়টি গী দ্য মোপাসাঁর রচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে– অসাধারণ সংযম।
- মোপাসাঁর রচনা যে ধরনের– **বস্তুনিষ্ঠ**।
- সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে মোপাসাঁর দৃষ্টিভঙ্গি– **নিরপেক্ষ**।
- মোপাসাঁ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন– **গল্পকার হিসেবে**।
- গী দ্য মোপাসাঁ মারা যান– ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদার জন্মপরিচয়– জন্ম : চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২০এ জুন। পিতা : চন্দ্রকুমার দস্তিদার। মাতা : কুমুদিনী দস্তিদার।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বিখ্যাত গ্রন্থ– কবিয়াল রমেশ শীল, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, বীরকন্যা প্রীতিলতা।
- গী দ্য মোপাসাঁর বিখ্যাত গল্প– Boule de Suif (ব্যু দ্য সুইফ), মাদমোয়াজেল ফিফি।
- গী দ্য মোপাসাঁর বিখ্যাত উপন্যাস– Un-riel, বেল আমি।
- গী দ্য মোপাসাঁর 'মাদমোয়াজেল ফিফি' গল্পটি প্রকাশিত হয়– ১৮৮৩ সালে।
- পূর্ণেন্দু দস্তিদারের অনুবাদ গ্রন্থ– শেখভের গল্প, মোপাসাঁর গল্প।
- 'সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী' এখানে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে– মাদাম লোইসেল (মাতিলদা)।
- মাদাম লোইসেলের জীবনে কোনো আনন্দ ছিল না– কেরানির পরিবারে জন্মগ্রহণের জন্য।
- মাদাম লোইসেলের পিতার পেশা ছিল– কেরানি।
- 'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের স্বামীর পেশা ছিল– কেরানি।
- 'নেকলেস' গল্পে মাতিলদার স্বামী চাকরি করতেন– শিক্ষা পরিষদ আপিস।
- 'নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকত।' কে– মাদাম লোইসেল।
- মাদাম লোইসেল তার শ্রেণির অন্যতম হিসেবে ছিল– অসুখী।
- 'সর্বদা তার মনে দুঃখ।' 'নেকলেস' গল্পে দুঃখের কথা বলা হয়েছে– মাদাম লোইসেলের।
- এক সন্ধ্যায় মাদাম লোইসেলের স্বামী মর্সিয়ে ঘরে ফিরলেন– একটি বড় খাম হাতে।
- মাদাম লোইসেলের সর্বদা দুঃখ– সে কাঙ্ক্ষিত জীবন পায়নি বলে।
- মাদাম লোইসেলের হাতে আসা খামটির মধ্যে ছিল– আমন্ত্রণলিপি।
- 'নেকলেস' গল্পে উল্লেখ আছে– রোহিত মাছের।
- মাদাম লোইসেলের ব্যথিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল– বাসকক্ষের দারিদ্র্য।
- মাদাম লোইসেল ভাবত তার গৃহভৃত্য থাকবে– দুইজন।
- মাদাম লোইসেল যে বৈঠকখানাটি কামনা করে তাতে কীসের পর্দা ঝুলবে? উত্তর : পুরানো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে।
- 'ও কী ভালো মানুষ!' মর্সিয়ে লোইসেল একথা বলেছে– মাদাম লোইসেল সম্পর্কে।
- মাদাম লোইসেল প্রণয়লীলার কাহিনি শোনার কল্পনা করেন– রোহিত মাছের টুকরা অথবা মুরগির পাখনা খেতে খেতে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. জনশিক্ষা মন্ত্রীর স্ত্রী কে?
Ⓐ মাদাম লোইসেল Ⓑ মাদাম ফোরসটিয়ার
Ⓒ মাদাম জর্জ রেমপন্নু Ⓓ মাদাম ক্রিস্টিয়ানো
Ans Ⓒ

02. 'নেকলেস' গল্পে কী রঙের মাছের টুকরার কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ গোলাপি Ⓑ লাল
Ⓒ সোনালি Ⓓ রূপালি
Ans Ⓐ

03. মাদাম লোইসেল ধার করা হারটি সম্পর্কে পরবর্তীতে কী জানতে পারে?
Ⓐ হারটি ছিল নকল Ⓑ হারটি ছিল অল্প দামি
Ⓒ হারটি ছিল দামি Ⓓ হারটি ছিল মহামূল্যবান
Ans Ⓐ

04. বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার পর মাদাম লোইসেলকে কী গ্রাস করত?
Ⓐ ক্ষোভ Ⓑ হতাশা ও নৈরাশ্য
Ⓒ পরশ্রীকাতরতা Ⓓ লোভ
Ans Ⓑ

05. মাদাম লোইসেল কেন তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়েছিল?
Ⓐ দামি কিছুর আশায় Ⓑ নতুন খবরের আশায়
Ⓒ স্বামীর খুশির জন্য Ⓓ কৌতূহল মিটাতে
Ans Ⓐ

06. মর্সিয়ে ও মাদাম লোইসেল কোন মন্ত্রীর আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল?
Ⓐ অর্থ মন্ত্রীর Ⓑ জনশিক্ষা মন্ত্রীর
Ⓒ প্রধানমন্ত্রীর Ⓓ সংস্কৃতি মন্ত্রীর
Ans Ⓑ

07. খামটি হাতে পেয়ে মাদাম লোইসেল কী হবে বলে মর্সিয়ে লোইসেল আশা করেছিল?
Ⓐ হতাশ Ⓑ আনন্দিত
Ⓒ খুশি Ⓓ বিষণ্ন
Ans Ⓒ

08. 'কিন্তু লক্ষ্মীটি, আমি ভেবেছিলাম এতে তুমি খুশি হবে।' এখানে কী প্রকাশ পায়?
Ⓐ অভিমান Ⓑ দুঃখবোধ
Ⓒ নিরাসক্তি Ⓓ আনুগত্য
Ans Ⓑ

09. কী কারণে মর্সিয়ে লোইসেল মনে মনে দুঃখ পায়?
Ⓐ স্ত্রীর কান্না শুনে Ⓑ স্ত্রীর কথা শুনে
Ⓒ স্ত্রীর কষ্ট দেখে Ⓓ স্ত্রীর দেমাগ দেখে
Ans Ⓑ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১৩

সোনার তরী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কবি পরিচিতি [অপরিচিতা দেখুন]।
- উৎস ও সারসংক্ষেপ : 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা। শতাধিক বছর ধরে এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। একই সঙ্গে, কবিতাটি গূঢ় রহস্য ও শ্রেষ্ঠত্বেরও স্মারক। মহৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণ হলো কালে কালে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনার আলোকে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হতে থাকে। বাংলা কবিতার ইতিহাসে "সোনার তরী" তেমনি আশ্চর্যসুন্দর এক চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা।

  একটি ছোট ক্ষেত। চারপাশে প্রবল স্রোতের বিস্তার। সোনার ধান নিয়ে একলা কৃষক। অবলীলায় তরী বেয়ে আসা নেয়ে– এ কয়েকটি চিত্রকল্প ও সেগুলোর অনুষঙ্গে রচিত এক অনুপম কবিতা 'সোনার তরী'। কবিতাটিতে দেখা যায়, চারপাশের প্রবল স্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো ছোটো একটি ধানক্ষেতে উৎপন্ন সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ এক কৃষক। আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে উঠেছে হিংস্র। চারিদিকের 'বাঁকা জল' কৃষকের মনে সৃষ্টি করেছে ঘনঘোর আশঙ্কা। এরকম এক পরিস্থিতিতে ওই খরস্রোতা নদীতে একটি ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। উৎকণ্ঠিত কৃষক নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝিকে সকাতরে মিনতি জানালে ওই সোনার ধানের সম্ভার নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝি চলে যায়। ছোট নৌকা বলে স্থান সংকুলান হয় না কৃষকের। শূন্য নদীর তীরে আশাহত কৃষকের বেদনা গুমড়ে মরে।

  এ কবিতায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে কবির জীবনদর্শন। মহাকালের স্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল। তার ব্যক্তিসত্তা ও শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার।
- **প্রথম লাইন**– গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
- **শেষ লাইন**– যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
- **ভাষারীতি** : সাধুরীতি।
- **ছন্দ** : 'সোনার তরী' কবিতাটি ৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রার, অপূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার। আপাতভাবে কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত বলে মনে হয়। কিন্তু সর্বশেষ স্তবকের 'শূন্য' শব্দটি বুঝিয়ে দেয় কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। 'শূন্য' মাত্রাবৃত্তে ৩ মাত্রা। সে হিসেবে 'শূন্য নদীর তীরে' ৮ মাত্রার পর্ব ; অক্ষরবৃত্ত ছন্দ হলে ১ মাত্রা কম পড়ত।

CamScanner

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. গগনে গর্জন করছে–
Ⓐ বর্ষা Ⓑ মেঘ
Ⓒ ঘন মেঘ Ⓓ ঘন বরষা **Ans Ⓑ**

02. কূলে একা বসে আছে–
Ⓐ কবি Ⓑ মাঝি
Ⓒ কৃষক Ⓓ মানবসত্তা **Ans Ⓒ**

03. কৃষক 'নাহি ভরসা' বলেছেন কেন?
Ⓐ ভয়ে Ⓑ মেয়ের গর্জনে
Ⓒ একা বলে Ⓓ বর্ষার আগমনে **Ans Ⓒ**

04. 'রাশি রাশি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ আধিক্য Ⓑ স্বল্পতা
Ⓒ সমষ্টি Ⓓ প্রাবল্যতা **Ans Ⓐ**

05. 'ভারা' অর্থ কী?
Ⓐ পাত্র Ⓑ পাত্রের সমষ্টি
Ⓒ ধানের বোঝা Ⓓ ধান রাখার পাত্র **Ans Ⓓ**

06. 'ভারা ভারা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
Ⓐ সুবিন্যস্ত Ⓑ ধান রাখার পাত্র
Ⓒ মজুদ ঘর Ⓓ পাত্রের সমষ্টি **Ans Ⓓ**

07. 'বরষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
Ⓐ বর্ষা > বরষা Ⓑ বরশা > বরষা
Ⓒ বর্ষা < বরষা Ⓓ বরষা > বর্ষা **Ans Ⓐ**

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১৪ বিদ্রোহী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কবি পরিচিতি [আমার পথ দেখুন]।
- **উৎস :** কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'বিদ্রোহী' বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রযুগে এ কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিস্বিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে– যা বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিরল স্মরণীয় ঘটনা। 'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। কবিতায় সগর্বে কবি নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। এ কবিতায় সংযুক্ত রয়েছে ঔপনেবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপকরণ উপাদান সমীকৃত করে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেন। কবিতার শেষে ধ্বনিত হয় অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কাম্য। বিদ্রোহী কবি উৎকণ্ঠ ঘোষনায় জানিয়ে দেন যে, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল যতদিন পর্যন্ত প্রশমিত না হবে ততদিন এই বিদ্রোহী কবিসত্তা শান্ত হবে না। এই চির বিদ্রোহী অভ্রভেদী চির উন্নত শিররূপে বিরাজ,করবে।
- **প্রথম চরণ–** বল বীর– / বল উন্নত মম শির!
- **শেষ চরণ–** বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!
- **ছন্দ–** 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে কবিতাটির সর্বত্র পর্ব ও মাত্রা সংখ্যা সমভাবে রক্ষিত হয়নি। পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার, অতি পর্ব ২ মাত্রার। এর পঙ্‌ক্তি শেষে কিছু ক্ষেত্রে ৩ মাত্রা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। পর পর দুই পঙ্‌ক্তির শেষে অন্ত্যমিল রয়েছে। আর এ অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য একে সমিল মুক্তক ছন্দ বলা হয়। নজরুল বাংলা কবিতায় এ ছন্দের প্রবর্তক।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সৃষ্টির দেবতা কে?
Ⓐ ব্রহ্মা Ⓑ বিষ্ণু Ⓒ শিব Ⓓ কৃষ্ণ **Ans Ⓐ**

02. মহা-প্রলয় কখন আসবে?
Ⓐ সৃষ্টিকালে Ⓑ বিনাশকালে
Ⓒ সৃষ্টির ধ্বংসকালে Ⓓ অকাল বৈশাখী **Ans Ⓒ**

03. কবি মহা-প্রলয়ের কী হতে চেয়েছেন?
Ⓐ মহাভয় Ⓑ ডমরু Ⓒ প্রণব-নাদ Ⓓ নটরাজ **Ans Ⓓ**

04. কবি নিজেকে পৃথিবীর কী হিসেবে উল্লেখ করেছেন?
Ⓐ সাইক্লোন Ⓑ আশীর্বাদ Ⓒ অভিশাপ Ⓓ মহাভয় **Ans Ⓒ**

05. কবি কী মানেন না?
Ⓐ আইন Ⓑ বন্ধন Ⓒ শৃঙ্খল Ⓓ নিয়ম **Ans Ⓐ**

06. কবি কী ভরা-ডুবি করেন?
Ⓐ আইন Ⓑ মাইন Ⓒ টর্পেডো Ⓓ ভরা-তরী **Ans Ⓓ**

07. কবির শির দেখে কী নতশির হয়ে যায়?
Ⓐ হিমালয় Ⓑ হিমালয় শিখর Ⓒ স্রষ্টা Ⓓ পর্বতমালা **Ans Ⓑ**

08. কবি সকল বন্ধন, নিয়ম-কানুন-শৃঙ্খলকে কীভাবে অতিক্রম করে যান?
Ⓐ দ'লে Ⓑ পিষে Ⓒ ভেঙ্গে Ⓓ ডুবিয়ে **Ans Ⓐ**

09. কবি নিজেকে কী ধরনের মাইন বলেছেন?
Ⓐ ভাসমান Ⓑ টর্পেডো Ⓒ ভীম ভাসমান Ⓓ ভয়ানক **Ans Ⓒ**

10. কবি নিজেকে কেমন ঝড় বলে অভিহিত করেছেন?
Ⓐ বৈশাখীর Ⓑ এলোকেশে
Ⓒ অকালের Ⓓ এলোমেলো **Ans Ⓑ**

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১৫ প্রতিদান

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯০৩, তাম্বুলখানা গ্রাম (মাতুলালয়), ফরিদপুর।
- **পৈত্রিক নিবাস :** গোবিন্দপুর, ফরিদপুর।
- **পিতা :** আনসারউদ্দীন মোল্লা।
- **মাতা :** আমিনা খাতুন ওরফে রাঙাছুট।
- **শিক্ষাজীবন :** ফরিদপুর জিলা স্কুল (১৯২১) থেকে মেট্রিক পাস; ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ আই.এ,বি.এ (১৯২৯); কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) এম.এ (১৯৩১)। কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ছাত্রাবস্থায়ই কবিতাটি পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীন 'পল্লিকবি' হিসেবে সমধিক পরিচিত।
- **বিভিন্ন নাম :** জসীমউদ্‌দীন।
- **পূর্ণনাম :** মোহাম্মদ জসীমউদ্‌দীন মোল্লা।
- **ছদ্মনাম :** জমীরউদ্দীন মোল্লা। **উপাধি :** পল্লিকবি।
- **কাব্যগ্রন্থ :** রাখালী, বালুচর, ধানখেত, রূপবতী, মাটির কান্না, সখিনা, ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে, হলুদ বরণী, জলে লেখন, পদ্মানদীর দেশে, কাফনের মিছিল, মহরম, দুমুখো চাঁদ পাহাড়ি, সুচয়নী।
- **গাথাকাব্য :** নক্সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মা যে জননী কান্দে।
- **নাটক :** পদ্মাপাড়, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ, গ্রামের মেয়ে, ওগো পুষ্পধনু, আসমান সিংহ।
- **আত্মকথা(গদ্যগ্রন্থ) :** যাদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা), জীবনকথা (আত্মজীবনী), স্মৃতিপট, স্মরণের সরণী বাহি।
- **গানের সংকলন :** রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, গাঙ্গের পাড়, জারিগান, মুর্শিদী গান।
- **উপন্যাস :** বোবা কাহিনী (১৯৬৪) [একমাত্র উপন্যাস]।
- **হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ :** বাঙালির হাসির গল্প।

CamScanner

- **শিশুতোষ গ্রন্থ :** হাসু, এক পয়সার বাঁশী, ডালিমকুমার।
- **ভ্রমণকাহিনি :** চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড়, জার্মানীর শহরে বন্দরে।
- **অনুবাদ :** ই.এম.মিলফোর্ড জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি 'Field of the Embroidered Quiet' নামে অনুবাদ করেন। 'বাঙালির হাসির গল্প' গ্রন্থটি 'ফোক টেলস অব ইস্ট পাকিস্তান' নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।
- **বিখ্যাত কবিতা :** কবর : [রাখালী কাব্যের অন্তর্গত] মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতায় ১১৮টি পঙ্‌ক্তি আছে। প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ কবিতাটির বিষয়বস্তু। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই (বি.এ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাখাল ছেলে [রাখালী কাব্যের অন্তর্গত] : তিনি যখন দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন তখন এ কবিতাটি রচনা করেছিলেন। আসমানী : কবিতাটির প্রধান চরিত্র আসমানীর বাড়ি ফরিদপুর।
- **উৎস ও কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্‌দীনের 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতিময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।
- **প্রথম লাইন–** আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর
- **শেষ লাইন–** আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
- **ছন্দ :** 'প্রতিদান' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের ভ্রমণকাহিনি?
Ⓐ নকশী কাঁথার মাঠ Ⓑ যে দেশে মানুষ বড়
Ⓒ পদ্মরাগ Ⓓ ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় Ans Ⓑ

02. 'নকশী কাঁথা' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে?
Ⓐ জীবনানন্দ দাশ Ⓑ কাজী নজরুল ইসলাম
Ⓒ বন্দে আলী মিয়া Ⓓ জসীমউদ্‌দীন Ans Ⓓ

03. জসীমউদ্‌দীনের কাব্য কোনটি?
Ⓐ মা যে জননী কান্দে Ⓑ ময়নামতির চর
Ⓒ রস কদম্ব Ⓓ বনতুলসী Ans Ⓐ

04. জসীমউদ্‌দীন রচিত শিশুতোষ কাব্য–
Ⓐ রাখালী Ⓑ এক পয়সার বাঁশী
Ⓒ সোজন বাদিয়ার ঘাট Ⓓ নকশী কাঁথার মাঠ Ans Ⓑ

05. জসীমউদ্‌দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
Ⓐ গোপালগঞ্জ Ⓑ ফরিদপুর Ⓒ রাজবাড়ী Ⓓ মাদারীপুর Ans Ⓑ

06. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার দাদু শাপলার হাটে কী বিক্রি করতেন?
Ⓐ আম Ⓑ পাট Ⓒ তরমুজ Ⓓ মাছ Ans Ⓒ

07. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্য কে লিখেছেন?
Ⓐ কাজী নজরুল ইসলাম Ⓑ জসীমউদ্‌দীন
Ⓒ ড. নীলিমা ইব্রাহীম Ⓓ সাঈদ আহমদ Ans Ⓑ

08. জসীমউদ্‌দীন তার বন্ধুকে কোন গাঁয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?
Ⓐ পল্লি গাঁয়ে Ⓑ কাজল গাঁয়ে Ⓒ শ্যামল গাঁয়ে Ⓓ সবুজ গাঁয়ে Ans Ⓑ

09. 'The Field of Embroidered Quilt' কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ?
Ⓐ সোজন বাদিয়ার ঘাট Ⓑ রঙিলা নায়ের মাঝি
Ⓒ নকশী কাঁথার মাঠ Ⓓ রাখালী Ans Ⓒ

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১৬ তাহারেই পড়ে মনে

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুফিয়া কামাল জন্মগ্রহণ করেন– ২০ জুন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ; শায়েস্তাবাদ, বরিশাল। পিতা : সৈয়দ আবদুল বারী। মাতা : সাবেরা বেগম। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়।
- সুফিয়া কামাল মারা যান– ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর ঢাকায়।
- সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ– 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'কেয়ার কাঁটা', 'উদাত্ত পৃথিবী'।
- তাঁর 'রূপসী বাংলা' কবিতাটি– 'সাঁঝের মায়া' কাব্যের অন্তর্গত।
- সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যের নাম– সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)।
- তাঁর সাঁঝের মায়া মুখবন্ধ লিখেন– কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- সুফিয়া কামালের প্রথম গল্প *সৈনিক বধূ* গল্পটি রচিত হয়– ১৯২৩ সালে। ['তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশিত]
- সুফিয়া কামালের প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' (১৯২৬) কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত সওগাত পত্রিকায়।
- তিনি যে পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন– 'বেগম' (১৯৪৭) পত্রিকা।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় (নবম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪২) প্রথম প্রকাশিত হয়।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- 'তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে' প্রকৃতপক্ষে যার কথা মনে পড়ে– কবির স্বামীর কথা।
- 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' যে চলে গিয়েছে– মাঘের সন্ন্যাসী।
- মাঘের সন্ন্যাসী গেছে– রিক্ত হস্তে ও পুষ্পশূন্য দিগন্তে।
- এ কবিতায় যে ধরনের গানের কথা বলা হয়েছে– আগমনী গান।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বিষয়– জীবনের বিষাদময় রিক্ততার সুর।
- ধরায় ফাগুন এসেছে– বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।
- বসন্তে কবির যে সাজ প্রত্যাশিত ছিল– পুষ্প সাজ।
- 'ঋতুর রাজন' বলতে কবি বুঝিয়েছেন– ঋতুরাজ বসন্তকে।
- 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।' যে গেছে– কবির প্রিয় মানুষ।
- দখিনা সমীর অধীর আকুল হয়– বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে।
- 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী' এর পরের চরণ– গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি– কথোপকথন ধর্মী।
- 'মিনতি' শব্দটি গঠিত হয়েছে যেভাবে– সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত্ শব্দ থেকে।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্তবক সংখ্যা– পাঁচটি।
- 'এখনো দেখ নি তুমি' এ প্রশ্ন– কবি ভক্তের।
- 'আঁখি' শব্দের বিবর্তিত রূপ– অক্ষি।
- 'ভুলিতে পারি না কোনো মতে' এ বাক্যে 'না'– ক্রিয়া বিশেষণ।
- 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য– নাটকীয়তা ও সংলাপনির্ভরতা।
- 'অর্ঘ্য' ও 'অর্ঘ' শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য হলো– 'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ এবং 'অর্ঘ' শব্দের অর্থ 'মূল্য'।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বসন্তে বরিয়া তুমি —— কি তব বন্দনায়? শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?
Ⓐ লবে না Ⓑ নিবে না
Ⓒ নেবে না Ⓓ কোনোটিই নয় Ans Ⓐ

02. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় মুসলমান নারীদের কী অবস্থা ছিল?
Ⓐ স্কুলে পড়ার সুযোগ ছিল Ⓑ স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না
Ⓒ স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল Ⓓ পিতার উপর নির্ভরশীল ছিল Ans Ⓑ

CamScanner

03. কত সালে কবি সুফিয়া কামালের প্রেরণাদাতা প্রথম স্বামী মারা যান?
Ⓐ ১৯৩১ Ⓑ ১৯৩২
Ⓒ ১৯৯৯ Ⓓ ২০০৯ Ans Ⓑ

04. কোন কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে?
Ⓐ অভিযান Ⓑ তাহারেই পড়ে মনে
Ⓒ নওল কিশোর Ⓓ অভিযাত্রিক Ans Ⓑ

05. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে কবিকে বসন্তের বন্দনাগীত রচনা করতে বলেছেন?
Ⓐ কবির স্বামী Ⓑ কবির ভক্ত
Ⓒ ঋতুর রাজন Ⓓ মাঘের সন্ন্যাসী Ans Ⓑ

06. সুফিয়া কামালের উপাধি নিচের কোনটি?
Ⓐ জননী সাহসিকা Ⓑ শহিদ জননী
Ⓒ সাহসী জননী Ⓓ মূর্তিমতী জননী Ans Ⓐ

07. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে?
Ⓐ একটি Ⓑ দুটি
Ⓒ তিনটি Ⓓ চারটি Ans Ⓑ

08. 'তাহারেই পড়ে মনে' এখানে 'তাহারে' কোন ধরনের পদ?
Ⓐ বিশেষ্য Ⓑ বিশেষণ
Ⓒ সর্বনাম Ⓓ অব্যয় Ans Ⓒ

09. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতকে 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলার কারণ কী?
Ⓐ শীতকাল বার বার শূন্য হাতে ফিরে আসে
Ⓑ শীতকাল খালি হাতে বিদায় নেয়
Ⓒ শীতকাল কুয়াশার চাদর গায়ে বিদায় নেয়
Ⓓ শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায় Ans Ⓒ

10. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ফুলের কুঁড়ির গন্ধের কথা বলা হয়েছে?
Ⓐ মালতি Ⓑ মাধবী
Ⓒ জুঁই Ⓓ চাঁপা Ans Ⓑ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১৭

আঠারো বছর বয়স

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্ম– ১৫ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ); মাতুলালয়, মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতায়।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয়– কিশোর কবি।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্য– ছাড়পত্র (১৯৪৮), ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ।
- সুকান্তের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ– আকাল।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষ করে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ– আকাল।
- ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে– 'আকাল' (১৩৫১) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত– তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি– মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- কবিতাটির প্রথম চরণ– আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ।
- কবিতাটির শেষ চরণ– এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
- কত বছর বয়স দুঃসহ– আঠারো বছর বয়স।
- কোন বয়স জানে না কাঁদা– আঠারো বছর বয়স।
- কবির কাছে আঠারো বছরে ছুটে চলাকে মনে হয়েছে– বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো।
- 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে' চরণটি– 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার।
- আঠারো বছর বয়স আত্মাকে সঁপে– শপথের কোলাহলে।
- 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা' কারণ– কারণ এ বয়সে মানুষ হয় আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত কোন বিষয়ে সচেতন ছিলেন?
Ⓐ রাজনীতি Ⓑ অর্থনীতি
Ⓒ ধর্ম Ⓓ সাহিত্য Ans Ⓐ

02. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
Ⓐ দৈনিক আকাল Ⓑ দৈনিক বাংলা
Ⓒ দৈনিক স্বাধীনতা Ⓓ দৈনিক মুক্তি Ans Ⓒ

03. সুকান্ত ভট্টাচার্যের মায়ের নাম কী?
Ⓐ সুরোলা দেবী Ⓑ সুনীতি দেবী
Ⓒ কুসুমকুমারী Ⓓ সুরবালা Ans Ⓑ

04. সুকান্ত ভট্টাচার্য দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার কোন অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?
Ⓐ কিশোর সভা অংশ Ⓑ শিশু সভা অংশ
Ⓒ রাজনীতি অংশ Ⓓ সাহিত্য অংশ Ans Ⓐ

05. বাংলা সাহিত্যের ফ্যাসিবিরোধী লেখক হিসেবে পরিচিত কে?
Ⓐ আহসান হাবীব Ⓑ অমিয় চক্রবর্তী
Ⓒ সুকান্ত ভট্টাচার্য Ⓓ বুদ্ধদেব বসু Ans Ⓒ

06. 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে' এ পঙ্‌ক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
Ⓐ ভীতির বার্তা Ⓑ প্রাণ বিসর্জন
Ⓒ ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস Ⓓ জীবনের ঝুঁকি Ans Ⓒ

07. মানবজীবনের উত্তরণকালীন পর্যায় আসে কত বছর বয়সে?
Ⓐ ১৬ Ⓑ ১৮
Ⓒ ২০ Ⓓ ২১ Ans Ⓑ

08. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা পাথর বাধা কীভাবে ভাঙতে চায়?
Ⓐ হস্তাঘাতে Ⓑ পদাঘাতে
Ⓒ অস্ত্র দ্বারা Ⓓ বুদ্ধি দ্বারা Ans Ⓑ

09. কাঁদতে জানে না কোন বয়সের তরুণেরা?
Ⓐ ১৬ Ⓑ ১৮
Ⓒ ২০ Ⓓ ২১ Ans Ⓑ

10. সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারোকে কালো অধ্যায়ের দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে কী দিতে শুনেছে?
Ⓐ হুঙ্কার Ⓑ জয়ধ্বনি
Ⓒ ঝংকার Ⓓ চিৎকার Ans Ⓑ

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-১৮

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আধুনিক নাগরিক কবি শামসুর রাহমান জন্মগ্রহণ করেন– ২৩ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ, মাহুতটুলী, ঢাকায়।
- তিনি পরলোকগমন করেন– ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট ঢাকায়।
- শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কাব্য– প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (প্রথম কাব্য), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, এক ফোঁটা কেমন অনল, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, মাতাল ঋত্বিক।
- শামসুর রাহমান রচিত উপন্যাস– অক্টোপাস, নিয়ত মন্তাজ, অদ্ভুত আঁধার এক, এলো সে অবেলায়।
- শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়– ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে।
- কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়– 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায়।
- শামসুর রাহমানের বিখ্যাত দুটি কবিতা হলো– 'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'।
- কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়– ১৯৭১-এর শহিদদের উদ্দেশ্যে।

CamScanner

- কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম– **'উনিশশ উনপঞ্চাশ'**।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) নামে কবিতা ছাপা হয়– **কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায়**।
- তোমার পাঠ্যবইয়ের যে লেখক শেক্সপিয়রের হ্যামলেট বাংলায় অনুবাদ করেন– **শামসুর রাহমান**।
- ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে মিছিলের সামনে একটি লাঠিতে শহিদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে তিনি– **আসাদের শার্ট কবিতা লেখেন**।
- তিনি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রূপ করে ১৯৫৮-এ সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায়– **হাতির শুঁড় কবিতা লেখেন**।
- শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে ছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশে তিনি– **'টেলেমেকাস' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন**।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে তাঁর কবিতাগুলো হলো– **ইলেক্ট্রার গান, ধন্য সেই পুরুষ, বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো**।
- তাঁর লেখা যে কবিতায় মওলানা ভাসানীর নাম আছে– সফেদ পাঞ্জাবি।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে– **শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে**।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি – **গদ্যছন্দে রচিত**।
- কৃষ্ণচূড়া যেথায় ফুটেছে– **শহরের পথে**।
- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি যে পটভূমিতে রচিত– **১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন**।
- কৃষ্ণচূড়ার রং যার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে– **একুশের চেতনা**।
- কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে– **'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন**।
- কবির মতে, আজ পূর্ব বাংলার তরুণ মূর্তি দেখা যায়– **সালামের মুখে**।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. শামসুর রাহমান এর প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম কোনটি?
Ⓐ কাব্য Ⓑ গদ্য
Ⓒ উপন্যাস Ⓓ প্রবন্ধ **Ans Ⓐ**

02. কবি শামসুর রাহমান কীসের পক্ষে ছিলেন?
Ⓐ একনায়কতন্ত্র Ⓑ গণতন্ত্র
Ⓒ রাজতন্ত্র Ⓓ সমাজতন্ত্র **Ans Ⓑ**

03. শহরের পথে থরে থরে আবার কী ফুটেছে?
Ⓐ শিমুল Ⓑ পলাশ
Ⓒ জারুল Ⓓ কৃষ্ণচূড়া **Ans Ⓓ**

04. কবি শামসুর রাহমানের মতে সারাদেশে এখন ঘাতকের কেমন আস্তানা?
Ⓐ শুভ Ⓑ অশুভ
Ⓒ যুদ্ধাহত Ⓓ দুর্নীতিগ্রস্থ **Ans Ⓑ**

05. সালামের চোখে আজ আলোচিত কোন শহর?
Ⓐ ঢাকা Ⓑ নারায়ণগঞ্জ
Ⓒ রাজশাহী Ⓓ চট্টগ্রাম **Ans Ⓐ**

06. ১১ দফা আন্দোলনের ঘোষক ছিল কারা?
Ⓐ মন্ত্রিপরিষদ Ⓑ শেখ মুজিব
Ⓒ ছাত্ররা Ⓓ শিক্ষকরা **Ans Ⓒ**

07. ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে নিচের কোন ব্যক্তি শহিদ হননি?
Ⓐ আসাদুজ্জামান Ⓑ মতিউর
Ⓒ ড. শামসুজ্জোহা Ⓓ সালাম **Ans Ⓓ**

08. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কখন অন্য রং মনে সন্ত্রাস আনে?
Ⓐ সকালে Ⓑ বিকেলে
Ⓒ রাতে Ⓓ সকাল-সন্ধ্যায় **Ans Ⓓ**

বাংলা ১ম পত্র অধ্যায়-১৯ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ জন্ম– **১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রাম**।
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ– **২০০১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ মারা যান**।
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্য– **সাতনরী হার (১৯৫৫), কমলের চোখ (১৯৭৪), আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১), আমার সময়, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি**।
- তাঁর রচিত প্রথম কাব্যের নাম– **সাতনরী হার (১৯৫৫)**।
- তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম– **'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' ও 'কোন এক মাকে'**।
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ– **সাতনরী হার**।
- তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ– **মসৃণ কৃষ্ণগোলাপ**।
- 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে– **৩৯টি**।
- 'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা' এ বিখ্যাত লাইনটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর– **'কোন এক মাকে' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে**।
- তাঁর 'কখনো রং কখনো সুর' প্রকাশিত হয়– **১৯৭০ সালে**।
- কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– **'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা**।
- কবিতাটির প্রথম লাইন– **আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি**।
- কবিতার শেষ লাইন– **আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো**।
- 'আমি কিংবন্দতির কথা বলছি' কবিতাটি– **গদ্যছন্দে রচিত**।
- কবি কার কথা বলেছেন– **পূর্বপুরুষের কথা**।
- কবির পূর্বপুরুষের করতলে ছিল– **পলিমাটির সৌরভ**।
- কবির পূর্বপুরুষের পিঠের ক্ষত কেমন ছিল– **রক্তজবার মতো**।
- পলিমাটির সৌরভ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে– **উর্বর মৃত্তিকা**।
- কারা অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন– **কবির পূর্বপুরুষেরা**।
- জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ– **কবিতা**।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ইস্পাতের তরবারি কাকে সশস্ত্র করবে?
Ⓐ যে কর্ষণ করে Ⓑ যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
Ⓒ যে যুদ্ধে যায় Ⓓ যে মৎস্য পালন করে **Ans Ⓑ**

02. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কতকাল ক্রীতদাস থাকবে?
Ⓐ আজন্ম Ⓑ ১০ বছর Ⓒ ২০ বছর Ⓓ ৩০ বছর **Ans Ⓐ**

03. যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে ইস্পাতের তরবারি তাকে কী করবে?
Ⓐ শাণিত Ⓑ শক্তিশালী Ⓒ বেপরোয়া Ⓓ সশস্ত্র **Ans Ⓓ**

04. 'অরণ্য এবং শ্বাপদ' কিসের প্রতীক?
Ⓐ বিপদের Ⓑ সতর্কতার
Ⓒ রোমাঞ্চের Ⓓ পরিশ্রমের **Ans Ⓐ**

05. যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে কোথায় যেতে পারে না?
Ⓐ যুদ্ধে Ⓑ গ্রামে Ⓒ আন্দোলনে Ⓓ বিদেশে **Ans Ⓐ**

06. 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' কোন কবির কাব্যগ্রন্থ?
Ⓐ জীবনানন্দ দাশ Ⓑ আহসান হাবীব
Ⓒ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ Ⓓ শামসুর রাহমান **Ans Ⓒ**

07. হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তুকে কী বলা হয়?
Ⓐ দৈত্য Ⓑ দানব Ⓒ শ্বাপদ Ⓓ অসুর **Ans Ⓒ**

08. 'চিত্রকল্প' কী?
Ⓐ শব্দের ছবি Ⓑ ছবির দৃশ্য Ⓒ ছন্দের ধারা Ⓓ রূপরেখা **Ans Ⓐ**

09. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় মুক্তির পূর্বশর্ত কী?
Ⓐ শান্তি Ⓑ সাহসী Ⓒ যুদ্ধ Ⓓ স্বাধীনতা **Ans Ⓒ**

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২০

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম– ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি; যশোর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের মারা যান– ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯এ জুন কলকাতায়।
- কবির সমাধিস্থান– কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড।
- কবির রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্যের নাম– ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১)।
- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য– তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক– কৃষ্ণকুমারী।
- মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে– বীর রসের কাব্য।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– The Captive Ladie (১৮৪৯; ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ)।
- তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ– শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক।
- তাঁর রচিত অমর মহাকাব্যের নাম– মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।
- মহাভারতের দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা নাটক– শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।
- গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে লেখা নাটক– পদ্মাবতী (১৮৬০)।
- বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন– পদ্মাবতী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে)।
- তিনি হোমারের 'ইলিয়াড' এর উপাখ্যান অবলম্বনে বাংলা গদ্যে রচনা করেন– হেক্টরবধ (১৮৭১)।
- 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ চরিত্রে যে মানসিকতা ফুটে উঠেছে– দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।
- 'বীরেন্দ্র বলী' কাকে বলা হয়েছে– মেঘনাদকে।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মূল (সংস্কৃত) রামায়ণ থেকে মধুসূদন দত্তের যে বিখ্যাত গ্রন্থের কাহিনি নেওয়া হয়েছে?
Ⓐ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য Ⓑ মেঘনাদবধ কাব্য
Ⓒ কৃষ্ণকুমারী Ⓓ বীরাঙ্গনা কাব্য **Ans Ⓑ**

02. কতটি সনেটের সংকলনে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচিত?
Ⓐ ১০১টি Ⓑ ১০২টি Ⓒ ১০৫টি Ⓓ ১১০টি **Ans Ⓑ**

03. 'মেঘনাদবধ কাব্য' নয়টি সর্গে রচিত' এখানে 'সর্গ' শব্দের অর্থ–
Ⓐ বেহেশত Ⓑ অধ্যায় Ⓒ সরণি Ⓓ স্তম্ভ **Ans Ⓑ**

04. মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান কোন সালের কত তারিখে?
Ⓐ ২১ জুন ১৮৭০ Ⓑ ২৩ জুন ১৮৭০
Ⓒ ১৯ জুন ১৮৭৩ Ⓓ ২৯ জুন ১৮৭৩ **Ans Ⓓ**

05. 'ক্ষুদ্রমতি নর' কাকে বলা হয়েছে?
Ⓐ বীরবাহু Ⓑ রাম Ⓒ লক্ষ্মণ Ⓓ বিভীষণ **Ans Ⓒ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২১

সুচেতনা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।
- উপাধি : রূপসী বাংলার, নির্জনতার, তিমির হননের ও ধূসরতার কবি।
- মিল : ধূসর পাণ্ডুলিপি'র (১৯৩৬) সঙ্গে কবি W. B. Yeats Gi 'The Falling of the Leaves's' কবিতার মিল আছে।
- জীবনানন্দ দাশের আদি নিবাস– গাওপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর।
- 'ঝরা পালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে ধরনের রচনা– কাব্যগ্রন্থ।
- পাশ্চাত্যের যে সকল কবি দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন– ইয়েটস, বোদলেয়ার, অ্যাডগার এলেন পো।
- তাঁর গল্প সংকলন 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' (১৩৭৯) যাঁদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়– সুকুমার ঘোষ, সুবিনয় মুস্তাফীর সম্পাদনায়।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কবিতাগ্রন্থ পাঠ করে জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে চিত্ররূপময় কবিতা বলেছেন– ধূসর পাণ্ডুলিপি।
- বুদ্ধদেব বসু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন– 'নির্জনতম কবি' বলে।
- তিনি জীবন অতিবাহিত করেন– ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে।
- কবি কুসুমকুমারী দাশের সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের সম্পর্ক– মা-ছেলে।
- সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া জীবনানন্দ দাশের একটি উপন্যাসের নাম– 'কল্যাণী' (প্রকাশ ১৯৯৯)।
- কাব্যগ্রন্থ : ঝরা পালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
- বিখ্যাত কবিতা : বনলতা সেন (১৯৪২) : 'বনলতা সেন' কবিতার উপর অ্যাডগার এলেন পো'র 'টু হেলেন' কবিতার প্রভাব রয়েছে।
- উপন্যাস : মাল্যবান (১৯৭৩), সুতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৩২), মৃণাল (১৯৩৩), কারুবাসনা (১৯৩৩), বিরাজ (১৯৩৩), বাসমতির উপাখ্যান।
- প্রবন্ধগ্রন্থ : কবিতার কথা (১৯৫৬)।
- উৎস পরিচিতি : 'সুচেতনা' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- কবিতার সারসংক্ষেপ : 'সুচেতনা' জীবনানন্দ দাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কবিতায় সুচেতনা সম্বোধনে কবি তাঁর প্রার্থিত, আরাধ্য এক চেতনানিহিত বিশ্বাসকে শিল্পিত করেছেন। কবির বিশ্বাসমতে, সুচেতনা দূরতম দ্বীপসদৃশ একটি ধারণা, যা পৃথিবীর নির্জনতায়, যুদ্ধে, রক্তে নিঃশেষিত নয়। চেতনাগত এই সত্তা বর্তমান পৃথিবীর গভীরতর ব্যাধিকে অতিক্রম করে সুস্থ ইহলৌকিক পৃথিবীর মানুষকে জীবন্ময় করে রাখে। জীবন্মুক্তির এই চেতনাগত সত্যই পৃথিবীর ক্রমমুক্তির আলোকে প্রজ্বলিত রাখবে, মানবসমাজের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে। শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয়কে প্রকাশ করবে।
- প্রথম লাইন– সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
- শেষ লাইন– শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।
- ছন্দ : 'সুচেতনা' কবিতাটি ৮ + ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্বে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অপূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রার।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। এখানে 'এ-পথেই' দ্বারা কোন পথের কথা বলা হয়েছে।
Ⓐ দ্বন্দ্ব সংঘাত Ⓑ সুচেতনা Ⓒ রক্তপাত Ⓓ নির্জনতা **Ans Ⓑ**

02. জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় কীসের ছবি এঁকেছেন?
Ⓐ গ্রামবাংলার Ⓑ জীবজগতের Ⓒ অনুভবের Ⓓ বাস্তবতার **Ans Ⓐ**

03. 'সুচেতনা' কবিতায় দূরতম দ্বীপটি কোথায়?
Ⓐ দারুচিনির ফাঁকে Ⓑ বনানীর ফাঁকে
Ⓒ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে Ⓓ রুদ্র রৌদ্রে **Ans Ⓒ**

04. দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে কী আছে?
Ⓐ সুচেতনা Ⓑ দূরতর দ্বীপ Ⓒ বন্ধু পরিজন Ⓓ নির্জনতা **Ans Ⓓ**

05. এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা–
Ⓐ সত্য Ⓑ শেষ সত্য Ⓒ রূঢ় Ⓓ নির্জন **Ans Ⓐ**

06. কোনটি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সত্য নয়?
Ⓐ রূঢ় রৌদ্র Ⓑ রণ রক্ত সফলতা Ⓒ ভালোবাসা Ⓓ অন্ধকার **Ans Ⓑ**

07. অনেক রূঢ় রৌদ্রে কী ঘুরে?
Ⓐ মানুষ Ⓑ পৃথিবী Ⓒ প্রাণ Ⓓ সুচেতনা **Ans Ⓒ**

Forma S/A
CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২২

পদ্মা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে।
- **উপাধি :** মুসলিম রেনেসাঁর কবি।
- **কাব্যগ্রন্থ :** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), ধোলাই কাব্য (১৯৬৩), নতুন লেখা (১৯৬৯), কাফেলা (১৯৮০), হাবিদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), সিন্দাবাদ (১৯৮৩), দিলরুবা (১৯৯৪), হে বন্য স্বপ্নেরা, অনুস্বার।
- **কাব্যনাট্য :** নৌফেল ও হাতেম (জুন, ১৯৬১)।
- **কাহিনিকাব্য :** হাতেম তায়ী (মে, ১৯৬৬)।
- **সনেট সংকলন :** মুহূর্তের কবিতা (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)।
- **শিশুতোষ গ্রন্থ :** পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), চাঁদের আসর (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০),ফুলের জলসা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫)।
- **বিখ্যাত কবিতা :** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), পাঞ্জেরী (১৯৬৫) [কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত], উপহার : তিনি নিজের বিয়ে উপলক্ষে কবিতাটি রচনা করেন, যা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- **উৎস :** 'পদ্মা' কবিতাটি 'কাফেলা' (১৯৮০) নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। 'কাফেলা' কাব্য সাতটি সনেটের সমন্বয়ে রচিত। সংকলনভুক্ত কবিতাটি পাঁচ সংখ্যক সনেট।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। এসবের মধ্যে পদ্মা সর্ববৃহৎ। 'পদ্মা' কবিতায় এ নদীর দুই রূপ প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে এর ভয়ংকর, প্রমত্ত রূপ– যা দেখে বহু সমুদ্র ঘোরার অভিজ্ঞতায়– ঋদ্ধ, দুরন্ত জলদস্যুদের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। অন্যদিকে, পদ্মার পলিতে প্লাবিত এর দুই পাড়ের উর্বর ভূমি মানুষকে দিয়েছে পর্যাপ্ত ফসল, জীবনদায়িনী সবুজের সমারোহ। আবার, এই পদ্মাই বর্ষাকালে জলস্রোতে স্ফীত হয়ে ভাসিয়ে নেয় মানুষের সাজানো বাগান, ঘর, এমনকি জীবন পর্যন্ত। সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে আবারও প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে পদ্মাকে ঘিরেই। অর্থাৎ একই পদ্মা কখনও ধ্বংসাত্মক রূপে, কখনও কল্যাণময়ী হয়ে এদেশের জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।
- **প্রথম চরণ–** অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে ঢের সমুদ্রের স্বাদ।
- **শেষ চরণ–** তোমার সুতীব্র গতি; তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা।
- **ছন্দ :** 'পদ্মা' চতুর্দশপদী (sonnet) কবিতা। তিন পঙ্‌ক্তিযুক্ত চারটি স্তবক এবং শেষে দুই পঙ্‌ক্তিযুক্ত একটি স্তবকে কবিতাটি বিন্যস্ত। কবিতাটির মিলবিন্যাস– কখক খগখ গঘগ ঙঙ।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মুসলিম রেনেসাঁর কবি কে?
Ⓐ শামসুর রাহমান Ⓑ ফররুখ আহমদ Ⓒ সৈয়দ শামসুল হক Ⓓ আল মাহমুদ **Ans Ⓑ**

02. ফররুখ আহমদের জন্ম কত সালে?
Ⓐ ১৯১৮ Ⓑ ১৮১৯ Ⓒ ১৯৮৮ Ⓓ ১৮৯৯ **Ans Ⓐ**

03. ফররুখ আহমদের জন্ম কোন গ্রামে?
Ⓐ চুরুলিয়া Ⓑ বাগমারা Ⓒ মাঝআইল Ⓓ পাংশা **Ans Ⓒ**

04. ফররুখ আহমদের মাতার নাম কী?
Ⓐ রাহেলা খাতুন Ⓑ সাবেরা কোম Ⓒ মরিয়ম আক্তার Ⓓ রওশন আখতার **Ans Ⓓ**

05. ফররুখ আহমদ কোন দশকের কবি?
Ⓐ ত্রিশের Ⓑ চল্লিশের Ⓒ পঞ্চাশের Ⓓ ষাটের **Ans Ⓑ**

06. কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ মুহূর্তের কবিতা Ⓑ নৌফেল ও হাতেম
Ⓒ সাত সাগরের মাঝি Ⓓ সিরাজাম মুনীরা **Ans Ⓒ**

07. ফররুখ আহমদের সনেট সংকলন কোনটি?
Ⓐ হাতেম তায়ী Ⓑ মুহূর্তের কবিতা Ⓒ পাখির বাসা Ⓓ নতুন লেখা **Ans Ⓑ**

08. 'কাফেলা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
Ⓐ ১৯১৮ Ⓑ ১৯৪৪ Ⓒ ১৯৭৪ Ⓓ ১৯৮০ **Ans Ⓓ**

09. কবি কোন বেতারে কাজ করেছেন?
Ⓐ ঢাকা বেতারে Ⓑ কালুর ঘাট বেতার
Ⓒ পাকিস্তান বেতার Ⓓ চট্টগ্রাম বেতার **Ans Ⓐ**

10. কবির 'উপহার' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে?
Ⓐ কল্লোল Ⓑ শিখা Ⓒ সওগাত Ⓓ কবিতা **Ans Ⓒ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৩

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ শামসুল হকের জন্ম– **১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম।**
- কবি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্য– **একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), প্রতিধ্বনিগণ (১৯৭৩), অপর পুরুষ (১৯৭৮), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), রজ্জুপথে চলেছি (১৯৮৮), বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), অগ্নি ও জলের কবিতা (১৯৮৯), আমি জন্ম গ্রহণ করিনি (১৯৯০), তোরাপের ভাই (১৯৯০), নাভিমূলে ভস্মাধার, ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর, রাজনৈতিক কবিতা প্রভৃতি।**
- তাঁর রচিত প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস– **দেয়ালের দেশ।**
- একটি ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত তাঁর গল্পের নাম– **অগত্যা (১৯৫১)।**
- তাঁর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাটক।**
- তিনি 'মাটির পাহাড়' চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখেন– **১৯৫৯ সালে।**
- সৈয়দ শামসুল হকের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের নাম– **উৎকট তন্দ্রার নিচে।**
- সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত উপন্যাস– **এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৯), নীল দংশন (১৯৮১), স্মৃতিমেধ (১৯৮৬), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯), ত্রাহি (১৯৮৯), নির্বাসিতা (১৯৯০), নিষিদ্ধ লোবান (১৯৯০)।**
- সৈয়দ শামসুল হক রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্য– **একদা এক রাজ্যে।**
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের কবিতার নাম– **আহা, আজ কী আনন্দ অপার!**
- সৈয়দ শামসুল হক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে তাঁর কবিতাটি রচনা করেন– **৭০তম জন্মদিনে।**
- তার রচিত 'নিষিদ্ধ লোবান'– **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।**
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক– **'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলন করা হয়েছে।**
- কবিতাটি 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের– **প্রস্তাবনা অংশ।**
- 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা– **গদ্যছন্দে রচিত।**
- কবিতাটির প্রথম লাইন– **নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর**
- কবিতাটির শেষ লাইন– **দিবে ডাক, "জাগো, বাহে; কোনঠে সবায়?"**
- নিলক্ষা আকাশ কেমন– **নীল।**
- পূর্ণিমার চাঁদ কীসের মতো জ্যোৎস্না ঢালছে– **ধবল দুধের মতো।**
- কীসের দেহ ছিঁড়ে ধ্বনির শব্দ শোনা যায়– **স্তব্ধতার দেহ।**
- অতীত কোথায় হানা দেয়– **মানুষের বন্ধ দরজায়।**
- নূরলদীন কোথায় দেখা দেয়– **মরা আঙিনায়।**
- নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল– **রংপুর।**
- নূরলদীন সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল– **১১৮৯ বঙ্গাব্দে/১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে।**
- নির্ঝরের পতনের স্থানকে কী বলে– **প্রপাত।**
- দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যাওয়া, বাংলায় শকুন নেমে আসা, কোন সময়ের সাক্ষী– **১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।**
- 'যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়' পঙ্‌ক্তিটিতে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে– **১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।**

CamScanner

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কবিতায় নূরলদীনের ডাকে কীভাবে জনগণ সাড়া দেয়?
Ⓐ বিচ্ছিন্নভাবে Ⓑ ধীরে ধীরে Ⓒ একে একে Ⓓ সর্বসম্মতভাবে **Ans D**

02. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কয়টি নদীর কথা উল্লেখ আছে?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি **Ans A**

03. 'এখানে এখন' ও 'ঈর্ষা' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ কাব্য Ⓑ উপন্যাস Ⓒ নাটক Ⓓ কাব্যনাটক **Ans D**

04. 'জ্যোৎস্না' বলতে বোঝায়–
Ⓐ পূর্ণিমার রাত Ⓑ অমাবস্যা Ⓒ চন্দ্রালোক Ⓓ নক্ষত্রালোক **Ans C**

05. নিচের কোনটি ঐতিহাসিক চরিত্র?
Ⓐ নূরলদীন Ⓑ নাসিরউদ্দীন Ⓒ বশিরউদ্দীন Ⓓ খালেকুদ্দীন **Ans A**

06. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কত লাইন আছে?
Ⓐ ৩২ Ⓑ ৩৮ Ⓒ ৪০ Ⓓ ৪২ **Ans D**

07. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়।' চরণটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
Ⓐ হতাশা Ⓑ বেদনা Ⓒ আশা Ⓓ ঘৃণা **Ans B**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৪

ছবি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **জন্ম :** আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা) জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়ার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- **কাব্যগ্রন্থ :** আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)।
- **গীতি-সংকলন :** আমি সাগরের নীল।
- **গান :** তুমি যে আমার কবিতা, অনেক বৃষ্টি ঝরে, নদীর মাঝি বলে প্রভৃতি।
- **প্রবন্ধ-গবেষণা :** শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫), দি বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং (১৯৭৭), কথা ও কবিতা (১৯৮১)।
- **উৎস :** 'ছবি' কবিতাটি আবু হেনা মোস্তফা কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী' থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **কবিতার সারসংক্ষেপ :** 'ছবি' কবিতায় রোমান্টিক কবি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে মহান শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি কালজয়ী ছবি হিসেবে কল্পনা করেছেন। কবি নিপুণ শব্দের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন ত্রিশ লক্ষ খাঁটি বাঙালি-শিল্পী তথা শহিদের দীর্ঘ নয় মাসের শ্রমে-আত্মদানে সৃজিত হয়েছে এই ছবি। তাঁর নিশ্চিত ধারণা, রঙের জাদুকর শিল্পী ভ্যান গর্গও ছবিটিতে ছড়ানো রঙের আশ্চর্য গাঢ়তা কখনো দেখেননি। কবি মনে করেন, ছবিটিতে ব্যবহৃত অসংখ্য নরমুণ্ডের ব্যবহার ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মদানের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে আছে, যা এই ছবির মতো দেশটির গৌরবময় স্মারক। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত সুন্দর এই দেশ পরিদর্শনের জন্য কবি বিদেশিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবিতায়।
- **প্রথম চরণ–** আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
- **শেষ চরণ–** এই ছবির মতো দেশের– থিম!
- **ছন্দ :** কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। গদ্যছন্দে কোনো সুনির্দিষ্ট পর্ব ও মাত্রাসাম্য থাকে না।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. আবু হেনা মোস্তফা কামাল মোট কতটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৪টি **Ans C**

02. 'কথা ও কবিতা' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ কাব্যগ্রন্থ Ⓑ গীতি-সংকলন Ⓒ প্রবন্ধগ্রন্থ Ⓓ সনেট **Ans C**

03. 'তুমি যে আমার কবিতা' গানটি কার রচিত?
Ⓐ আবু হেনা মোস্তফা কামাল Ⓑ গোলাম মোস্তফা
Ⓒ কবির বকুল Ⓓ আবদুল জব্বার **Ans A**

04. 'আক্রান্ত গজল' কী ধরনের রচনা?
Ⓐ কবিতা Ⓑ গল্প Ⓒ কাহিনিকাব্য Ⓓ কাব্যগ্রন্থ **Ans D**

05. 'যেহেতু জন্মান্ধ' কত সালে প্রকাশিত হয়?
Ⓐ ১৯৭৪ Ⓑ ১৯৮৪ Ⓒ ১৯৮৮ Ⓓ ১৯৮৯ **Ans B**

06. আবু হেনা মোস্তফা কামালের কবিতার প্রধান সম্পদ কোনটি?
Ⓐ মননশীলতা Ⓑ রোমান্টিকতা
Ⓒ শব্দের বহুমুখী দ্যোতনা ও চিত্রধর্মীতা Ⓓ প্রকৃতিচেতনা **Ans C**

07. কবি 'ছবি' কবিতায় কাদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?
Ⓐ সবার জন্য Ⓑ চিত্রশিল্পীদের জন্য
Ⓒ মননশীলদের জন্য Ⓓ সাহিত্যিকদের জন্য **Ans A**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৫

লালসালু

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্ম– ১৫ আগস্ট ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ; ষোলশহর, চট্টগ্রাম। পিতা : সৈয়দ আহমদউল্লাহ (অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন)। মাতা : নাসিম আরা খাতুন।
- তিনি মারা যান– ১০ অক্টোবর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ; প্যারিস, ফ্রান্স।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্প– নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প।
- তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস– লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, দি আগলি এশিয়ান (ইংরেজি ভাষায়; রচনা ১৯৬৩)।
- 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়– ১৯৬৮ সালে।
- 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়– ১৯৪৬ সালে।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক– বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু।
- তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম– 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। (প্রকাশ : ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে)।
- পি. ই. এন. পুরস্কার পান– 'বহিপীর' নাটকের জন্য।
- ১৯৬৫-তে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন– 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য।
- 'লালসালু' প্রথম প্রকাশিত হয়– ১৯৪৮ সালে।
- 'লালসালু' উপন্যাসের অনুবাদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

যে ভাষায় অনুবাদ ও নাম	অনুবাদক	প্রকাশ
উর্দু : Lal Shalu	কলিমুল্লাহ।	১৯৬০
ফরাসি : L'arbre sans racines	অ্যান-মারি থিবো	১৯৬১
ইংরেজি : Tree without Roots	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	১৯৬৭

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মজিদ পূর্বে কোথায় বাস করত?
Ⓐ গারো পাহাড়ে Ⓑ মধুপুর গড়ে Ⓒ পাহাড়পুরে Ⓓ সোনারগাঁয়ে **Ans A**

02. রহিমার কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে কে?
Ⓐ আমেনা Ⓑ হাসুনির মা Ⓒ জমিলা Ⓓ বুড়ি **Ans B**

03. গ্রামের মহিলারা কার মাধ্যমে মজিদের কাছে আর্জি পাঠায়?
Ⓐ রহিমার Ⓑ হাসুনির মার
Ⓒ হাসিনার Ⓓ খালেক ব্যাপারীর **Ans A**

04. মজিদ হাসুনির মার জন্য কী রঙের শাড়ি এনে দেয়?
Ⓐ বেগুনি রং, কালো পাড় Ⓑ বেগুনি রং, লাল পাড়
Ⓒ কালো রং, বেগুনি পাড় Ⓓ লাল রং, বেগুনি পাড় **Ans A**

05. আওয়ালপুরে পিরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?
Ⓐ মজিদের Ⓑ কালুর Ⓒ তাহেরের Ⓓ কাদেরের **Ans B**

06. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা' মজিদ কার উদ্দেশে উক্তিটি করেছে?
Ⓐ মোদাব্বের মিঞার Ⓑ তাহেরের
Ⓒ খালেক ব্যাপারী Ⓓ আক্কাসের **Ans D**

07. আওয়ালপুরের পিরের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
Ⓐ মৌসুমি পির Ⓑ ভ্রাম্যমাণ পির Ⓒ স্থায়ী পির Ⓓ ভণ্ড পির **Ans A**

08. মজিদ সূরা আল ফালাকের কয় আয়াত তেলাওয়াত করে?
Ⓐ পাঁচ Ⓑ নয় Ⓒ সাত Ⓓ তিন **Ans A**

09. মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কে?
Ⓐ রহিমা Ⓑ জমিলা Ⓒ হাসুনির মা Ⓓ আমেনা **Ans A**

10. মজিদ গ্রামবাসীদের কী বলে গালি দেয়?
Ⓐ বেইমান Ⓑ নাস্তিক Ⓒ জাহেল Ⓓ অধার্মিক **Ans C**

CamScanner

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৬

সিরাজউদ্দৌলা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সিকান্দার আবু জাফর জন্মগ্রহণ করেন- ১৯ মার্চ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ; তেঁতুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা। পিতা : সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী।
- ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট- তিনি ঢাকায় মারা যান।
- সিকানদার আবু জাফর রচিত কাব্যগ্রন্থ- প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১), বাংলা ছাড়ো (১৯৭১)।
- 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই', 'বাংলা ছাড়ো' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার স্রষ্টা- সিকান্দার আবু জাফর।
- তাঁর গানের সংকলন- মালব কৌশিক (১৯৬৯)।
- সিকানদার আবু জাফর রচিত উপন্যাস- মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)।
- সিকানদার আবু জাফর রচিত গল্পগ্রন্থ- মতি আর অশ্রু (১৯৪১)।
- সিকানদার আবু জাফরের অনুবাদগ্রন্থ- রুবাইয়াৎ : ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯)।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি চারটি অঙ্কে ও বারোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। এর মধ্যে আটটি দৃশ্যেই সিরাজ স্বয়ং উপস্থিত।
- সিকান্দার আবু জাফর রচিত এ নাটকটি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক (১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়) ও ট্র্যাজেডি তথা করুণ রসাত্মক নাটক।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান- ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।
- কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন- সিরাজউদ্দৌলা।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম যে চরিত্রের উপস্থিতি আছে- ক্লেটন।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ইংরেজদের বাণিজ্য অধিকার প্রত্যাহারের কারণ কী ছিল?
Ⓐ রাজস্ব প্রদানে অনীহা Ⓑ কূটকৌশল
Ⓒ বিদ্রোহী মনোভাব Ⓓ ধৃষ্টতা **Ans Ⓓ**

02. দুর্বলতা, অকর্মণ্যতা ও নারীমন্ন থাকার কারণে কাকে প্রাণ দিতে হয়েছে?
Ⓐ মুর্শিদকুলি খাঁকে Ⓑ সরফরাজ খাঁকে
Ⓒ আলিবর্দি খাঁকে Ⓓ হোসেন কুলি খাঁকে **Ans Ⓓ**

03. 'আজ নবাবকে ভোবাচ্ছেন কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কী বিশ্বাস করা যায়?' সংলাপটি কার?
Ⓐ উমিচাঁদের Ⓑ ক্লাইভের Ⓒ রায়দুর্লভের Ⓓ ওয়াটসের **Ans Ⓑ**

04. সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবে। কিন্তু রাজ্য চালাবে কে?
Ⓐ পর্তুগিজ Ⓑ ইংরেজরা Ⓒ কোম্পানি Ⓓ মিরজাফর **Ans Ⓒ**

05. গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটতে শুরু করলে কে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেন?
Ⓐ মোহনলাল Ⓑ সিরাজউদ্দৌলা Ⓒ উর্মিচাঁদ Ⓓ মিরজাফর **Ans Ⓓ**

06. দলিলে সই করার সময় সংগীতের সুর কিরূপ ছিল?
Ⓐ প্রাণোচ্ছল Ⓑ করুণ Ⓒ মধুর Ⓓ বেদনার **Ans Ⓑ**

07. বারুদ অকেজো হয়ে পড়েছিল কেন?
Ⓐ বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল Ⓑ নকল ছিল
Ⓒ জোয়ারে ডুবে গিয়েছিল Ⓓ শত্রুপক্ষ নষ্ট করে দিয়েছিল **Ans Ⓐ**

08. কে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি?
Ⓐ মিরমর্দান Ⓑ মোহনলাল Ⓒ মিরজাফর Ⓓ সাঁফ্রে **Ans Ⓑ**

09. উপযুক্ত মর্যাদায় কার লাশ দাফন করতে হবে?
Ⓐ মিরজাফরের Ⓑ মিরমর্দানের Ⓒ মোহনলালের Ⓓ মিরনের **Ans Ⓑ**

10. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কোন মহারানির উল্লেখ রয়েছে?
Ⓐ রাজশাহীর Ⓑ খুলনার Ⓒ ঢাকার Ⓓ নাটোরের **Ans Ⓓ**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৭

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ)

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবেচনাপ্রসূত বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাজন করা হয় তিন ভাগে- যথা : ক. প্রাচীনযুগ (৬৫০ - ১২০০) খ. মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০) গ. আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান)।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রাচীন যুগের ব্যাপ্তি- ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন/আদি যুগের নিদর্শন হলো- চর্যাপদ।
- প্রাচীনযুগের সময়কাল- ৬৫০-১২০০ খ্রি. পর্যন্ত।
- চর্যাপদের ভাষা বাংলা এটি প্রমাণ করেন- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- 'চর্যাপদ' যে ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য- সহজিয়া বৌদ্ধ।
- 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এর অর্থ- কোনোটি আচরণীয়, আর কোনোটি নয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য যান- তিব্বত, নেপাল।
- কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' সম্পাদনা করেন- শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলো টীকা আকারে ব্যাখ্যা করেন- মুনিদত্ত।
- চর্যাপদের আবিষ্কারক- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি- মহামহোপাধ্যায়।
- 'চর্যাপদ' প্রথম প্রকাশিত হয়- ১৯১৬ সালে।
- চর্যাপদে যে পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে- ২৩ নং পদ (রচয়িতা : ভুসুকুপা)।
- 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয়- ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবারের পুথিশালা থেকে।
- প্রথম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম ছিল- 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।'
- চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন- বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন- কাহ্নপা (১৩ টি)।
- চর্যাপদে বর্ণিত আছে- বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা।
- চর্যাপদের রচয়িতার সংখ্যা- ২৩ জন (মতান্তরে ২৪ জন)।
- চর্যাপদে মোট পদ আছে- ৫১ টি।
- চর্যাপদের পুথি নেপালে যাবার কারণ- তুর্কি আক্রমণের সময়ে পণ্ডিতগণ তাঁদের পুথি নিয়ে নেপালের তিব্বতে চলে যান।
- চর্যাপদে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পদ সংখ্যা- সাড়ে ৪৬ টি।

❖ মধ্যযুগ ❖

- বাংলা ভাষার মধ্যযুগ হিসেবে বিবেচিত- ১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
- কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন- 'পদ্মাবতী' কাব্য।
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা- শাহ মুহম্মদ সগীর।
- মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি- শাহ মুহম্মদ সগীর।
- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কাহিনি নিয়ে রচিত ইংরেজি ঔপন্যাসিক টমাস মানের উপন্যাসের নাম- 'Zosef and his brother's'।

❖ অন্ধকার যুগ ❖

- ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত এ দেড়শ বছর বাংলা সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ার কারণে ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বা 'তমসার যুগ' নামে অভিহিত করেন। তুর্কি আক্রমণের ফলে এ সময় দেশে একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল-এ ধরনের একটি অনুমান থেকে অন্ধকারযুগের অবতারণা করা হলেও আহমদ শরীফ সহ অনেক গবেষক অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।
- 'হিন্দু সমালোচকদের চাপিয়ে দেওয়া দোষ এই অন্ধকার যুগ' মন্তব্যটি- অন্ধকার যুগ সম্পর্কে আহমদ শরীফের।
- অন্ধকার যুগে আবিষ্কৃত দুটি সাহিত্যকর্মের- 'শূন্যপুরাণ' এবং 'সেক শুভোদয়া'।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- বৌদ্ধধর্মীয় তত্ত্বগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণের' রচয়িতা– রামাই পণ্ডিত।
- পীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়ার' রচয়িতা– হলায়ুধ মিশ্র।
- সৈয়দ আলী আহসান 'প্রায় শূন্যতার যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন– ১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে।
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়– তুর্কি শাসকদের সময়কে।
- 'শূন্যপুরাণ' বিভক্ত– ২৫টি অধ্যায়ে।
- 'শূন্যপুরাণ' প্রকাশিত হয়– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
- গদ্য পদ্য মিশ্রিত সংস্কৃত কাব্যকে– চম্পুকাব্য বলে।
- 'শূন্যপুরাণ' ও 'সেক শুভোদয়া'– চম্পুকাব্য।

❖ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ❖

- গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত– ধামালি।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা– বড়ু চণ্ডীদাস।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়ায়ি হলো– রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী।
- মধ্যযুগের প্রথম কাব্য– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয়– গোয়ালঘরের মাচা থেকে।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কার করেন– বসন্তরঞ্জন রায়।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা– ১৩টি।
- মধ্যযুগের প্রথম কবি– বড়ু চণ্ডীদাস।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রকৃত নাম– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি দিয়েছিলেন– বসন্তরঞ্জন রায়।
- বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি– বিদ্বদ্বল্লভ।
- বাংলা সাহিত্যে একাধিক পদকর্তা নিজেকে চণ্ডীদাস পরিচয় দেওয়ায় যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা– চণ্ডীদাস সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
- তিনজন স্বীকৃত চণ্ডীদাসের নাম– বড়ু, দীন এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস ।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু– ধর্মকেন্দ্রিকতা।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রকাশিত হয়– বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল– চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী (১৩৪০-১৪৪০)।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র– রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি।

❖ বৈষ্ণব পদাবলি ❖

- বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক বিশেষ সৃষ্টিকে– পদ বা পদাবলি বলে।
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা/পদাবলির প্রথম কবি– বিদ্যাপতি।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা– চণ্ডীদাস।
- 'বিদ্যাপতি' যে রাজসভার কবি ছিলেন– মিথিলা।
- 'ব্রজবুলি' হচ্ছে– এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা।
- বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে সৃষ্ট ভাষার নাম– ব্রজবুলি।
- 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা– বিদ্যাপতি।
- শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত– রামপ্রসাদ সেন।

❖ মঙ্গলকাব্য ❖

- মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন– রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র– মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী।
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' উক্তিটি– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের।
- মনসামঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি– বিজয়গুপ্ত।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি– ময়ূরভট্ট।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা– রূপরাম চক্রবর্তী।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি– ঘনরাম চক্রবর্তী।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি– কবি কানাহরি দত্ত।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অপর নাম– পদ্মাপুরাণ।

❖ শ্রীচৈতন্যদেব ও সাহিত্য ❖

- বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তিও না লিখে শ্রী চৈতন্যদেবের নামে সৃষ্ট যুগ– চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।
- চৈতন্যদেব ছিলেন– বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক।
- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনিকাব্য রচয়িতা– বৃন্দাবন দাস।
- চৈতন্যজীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি– কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
- 'চৈতন্যমঙ্গল' এর রচয়িতা– লোচনদাস।

❖ আরাকান রাজসভা ও সাহিত্য ❖

- আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার অন্যতম কবির নাম– আলাওল।
- 'সিকান্দরনামা' কাব্যের রচয়িতা– আলাওল।
- আরাকানে সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল– সপ্তদশ শতকে।
- আলাওলের 'তোহফা'– নীতিকাব্য।
- লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা– দৌলত কাজী।
- আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি– দৌলত কাজী।
- 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা– দৌলত কাজী।
- মহাকবি আলাওল যে যুগের কবি ছিলেন– মধ্যযুগের।
- 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা– কবি মরদন।
- 'দুল্লা মজলিস' কাব্যের রচয়িতা– আবদুল করীম খোন্দকার।
- আরাকানের রাজা সুধর্মের সমর সচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কাব্য অবলম্বনে কাব্য রচনায় উৎসাহী হন– দৌলত কাজী।

❖ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ❖

- আরবি, ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয়কাব্যের নাম– রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূত্রপাত হয়– পনেরো শতকে।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি– শাহ মুহম্মদ সগীর।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য– ইউসুফ জোলেখা।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারার দেশজ উপাদান নিয়ে কোরেশী মাগন ঠাকুরের কাব্যের নাম– চন্দ্রাবতী কাব্য।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি– শাহ মুহম্মদ সগীর (কাব্য : ইউসুফ-জোলেখা)।
- 'লায়লী মজনু' কাব্যের কবি– দৌলত উজির বাহরাম খান।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি সাবিরিদ খানের কাব্যের নাম– বিদ্যাসুন্দর ও হানিফা-কয়রাপরী।
- বাংলা রোমান্টিক কাব্য 'সয়ফুলমূলুক-বদিউজ্জামাল' কাব্যের কবি– আলাওল।
- নওয়াজিশ খানের বিখ্যাত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য– গুলে বকাওলী।

❖ লোকসাহিত্য ❖

- জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদিকে বলে– লোকসাহিত্য।
- ইংরেজি Ballad এর বাংলা পরিভাষা– গীতিকা।
- কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুথিই– দোভাষী পুথি।
- কলকাতার বটতলা নামক স্থানে অতি সস্তা কাগজ ও মুদ্রণে যে বই ছাপা হতো (দোভাষী বাংলায় রচিত পুথিসাহিত্য) যা নিম্নরুচির বলে বিবেচিত হতো, সেগুলোকে বলা হতো– বটতলার পুথি।
- 'মর্সিয়া' শব্দের উৎস ভাষা– আরবি এর অর্থ– শোক বা আহাজারি।
- 'মর্সিয়া' সাহিত্যের আদিকবি– শেখ ফয়জুল্লাহ (গ্রন্থ : জয়নবের চৌতিশা)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

❖ মৈমনসিংহ গীতিকা ❖

- চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত পালাগুলোকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রথম প্রকাশ করেন– ১৯২৩ সালে।
- 'জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী' যে উপাখ্যানের অন্তর্গত– মৈমনসিংহ গীতিকার।
- 'দেওয়ানা মদিনা' যে কাব্যের অন্তর্গত– মৈমনসিংহ গীতিকা।
- 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক– চন্দ্রকুমার দে।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলো সংগ্রহ করেন– চন্দ্রকুমার দে।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' অনূদিত হয়েছে– ২৩টি ভাষায়।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় মুদ্রিত পালার সংখ্যা– ১০টি। যথা : মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, রূপবতী, বিদ্যাসুন্দর, কাজলরেখা, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা।
- 'মহুয়া' গীতিকার রচয়িতা– মনসুর বয়াতি।

❖ নাথগীতিকা/নাথসাহিত্য ❖

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাহিত্যই– **নাথসাহিত্য হিসেবে পরিচিত।**
- বৌদ্ধ ধর্ম ও শৈব ধর্মের মিশ্রণে নাথ ধর্মের উৎপত্তি।
- নাথসাহিত্য ২ প্রকার। যথা : ১. মীন নাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনি ২. রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।
- নাথসাহিত্য ধারার আদিকবি– **শেখ ফয়জুল্লাহ, ভীমসেন রায়, শ্যামাদাস সেন।**
- 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের লেখক– **শেখ ফয়জুল্লাহ (শ্রেষ্ঠ কবি)।**
- 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' গ্রন্থের রচয়িতা– **সুকুর মামুদ।**

❖ অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ ❖

- মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর সময়টুকুকে– **যুগ সন্ধিক্ষণ বা 'অবক্ষয় যুগ' বলা হয়েছে।**
- অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ ধরা হয়– **১৭৬০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।**
- কারো কারো মতে, ১৭৬০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ সময়টা– **'যুগ সন্ধিক্ষণ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।**
- সৈয়দ আলী আহসান এ সময়কে– **'প্রায় শূন্যতার' যুগ বলেছেন।**
- এ সময়ের একমাত্র প্রতিনিধি হচ্ছেন– **কবি 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'।**
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচনার রীতির বিশেষত্ব হলো– **ব্যঙ্গবিদ্রূপ।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি– **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।**

❖ অনুবাদ সাহিত্য ❖

- মধ্যযুগে বাংলায় মৌলিক সাহিত্যের পাশাপাশি এমন কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে যার উৎস অন্য ভাষায়; কিন্তু বাংলায় এর ভাষান্তর বা রূপান্তর ঘটানো হয়েছে, এসব সাহিত্যকে– **অনুবাদ সাহিত্য বলে।**
- চারটি ভাষা থেকে মূলত বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছে। যথা : ১. সংস্কৃত ভাষা ২. আরবি ৩. ফারসি ও ৪. হিন্দি ভাষা।

❖ আধুনিক যুগ, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ❖

- আধুনিক যুগের সময়সীমা ধরা হয়– **১৮০১-বর্তমান (আজ পর্যন্ত)।**
- আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য– **মানবের জয়জয়কার।**
- আধুনিক যুগের লক্ষণ– **আত্মচেতনা ও জাতীয়তাবাদ।**
- বাংলা গদ্য চর্চা শুরু হয়– **আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ে।**
- বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার ধারা সৃষ্টি হয়– **আধুনিক যুগে।**
- গণসাহিত্য শব্দে 'গণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়– **সাধারণ মানুষ অর্থে।**
- যে সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে তাকে– **উত্তরাধুনিকতাবাদ বলে।**

❖ বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ❖

- ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আসামের রাজাকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে– **বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা হয়।**
- আঠারো শতকে বাংলা সাহিত্যে– **আধুনিক পর্ব শুরু হয়।**
- উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে– **গদ্যের সূচনা হয়।**
- বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়– উনিশ শতকে/আধুনিক যুগে।

❖ শ্রীরামপুর মিশন ও ছাপাখানা ❖

- বাংলা গদ্যের অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম সার্থকতা লক্ষ করা যায়– **খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টার মধ্যে।**
- ১৪৯৮ সালে গোয়ায় উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল মূলত– **পর্তুগিজ ভাষার মুদ্রণযন্ত্র।**
- ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়– **চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে।**
- ১৮০০ সালে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনে উইলিয়াম কেরি ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগিতায়– **মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়।**
- বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি (ছাপাখানা) স্থাপিত হয়– **১৮৪৭ খ্রি. রংপুরে এবং প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বার্তাবহ যন্ত্র' নামে।**
- বাংলা অক্ষরের প্রথম নক্শা তৈরি করেন– **চার্লস উইলকিন্স।**
- বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক– **চার্লস উইলকিন্স।**
- ১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা প্রেস' ঢাকার প্রথম ছাপাখানা এবং এখান থেকেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ছাপা হয়– **যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ।**

❖ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ❖

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা কাল– **১৮০০ সালের ৪ মে।**
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা– **গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি।**
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ১৮০১ সালে– বাংলা বিভাগ খোলা হয়।
- ব্রিটিশ অফিসারদের বাংলা শিক্ষা দেওয়াই ছিল– **বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।**

❖ ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ ❖

- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রতিষ্ঠিত হয়– **১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জানুয়ারি।**
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইনিয়ন কক্ষে– **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে।**
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর কর্ণধার ছিলেন– **কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেন।**
- 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্র ছিল– **শিখা পত্রিকা (১৯২৭)।**

❖ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ❖

- 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৫২ সালে।
- 'বাংলাপিডিয়া' যে ধরনের– জাতীয় জ্ঞানকোষ।
- 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশিত হয়– **বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে।**
- 'বাংলাপিডিয়া'র প্রধান সম্পাদক– **সিরাজুল ইসলাম।**

❖ বাংলা একাডেমি ❖

- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়– **৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫।**
- বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম– **বর্ধমান হাউস।**
- 'একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজক সংস্থার নাম– **বাংলা একাডেমি।**
- 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার প্রবর্তিত হয়– **১৯৬০ সাল থেকে।**
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছে– **বাংলা একাডেমি।**
- বাংলা একাডেমি প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করে থাকে– **সাহিত্য।**

CamScanner

❖ আধুনিক যুগের অন্যান্য তথ্য ❖

- বাংলা গদ্যে প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন– **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।**
- বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক– **প্রমথ চৌধুরী।**
- বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটকের নাম– **কৃষ্ণকুমারী।**
- বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবক্তা কবি– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা গদ্যছন্দের প্রবর্তক– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
- 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- 'কৃষ্ণকুমারী'র রচয়িতা– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- বাংলা সাহিত্যে সার্থক মহাকাব্যের নাম– **মেঘনাদবধ কাব্য।**
- প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর যে উপন্যাসে সর্বপ্রথম চলিত রীতির প্রবর্তন করেন– **'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)।**
- বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়– **প্যারীচাঁদ মিত্রকে।**
- 'ঠকচাচা' চরিত্রটি পাওয়া যায়– **'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে।**
- 'ভ্রান্তিবিলাস' (অনুবাদ গ্রন্থ) গ্রন্থের রচয়িতা– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য কী?
Ⓐ মনোরঞ্জন করা Ⓑ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা
Ⓒ লেখকের প্রতিষ্ঠা Ⓓ সমাজের সমালোচনা করা **Ans B**

02. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে কত সাল থেকে?
Ⓐ ১৮০১ Ⓑ ১৯০১ Ⓒ ২০০১ Ⓓ ১৮৫৭ **Ans A**

03. "একতাল হঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ।/এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ"॥ পদটির পদকর্তা–
Ⓐ ধর্মপা Ⓑ বীণাপা
Ⓒ মহীধরপা Ⓓ ভাদেপা **Ans D**

04. "উষ্চা উষ্চা পাবত তহিঁ বসই সরবী বালী।
মোরাঙ্গ পীছ পরিহাণ সরবী গীবত গুঞ্জরী মালী"॥ পদটির পদকর্তা–
Ⓐ সরহপা Ⓑ শবরপা
Ⓒ শান্তিপা Ⓓ কঙ্কণপা **Ans B**

05. 'ডাকার্ণব' কোন ভাষায় রচিত?
Ⓐ ব্রাহ্মী Ⓑ পালি
Ⓒ সান্ধ্য Ⓓ অপভ্রংশ **Ans D**

06. 'চর্যাপদ' কাদের সাধন-সংগীত?
Ⓐ বৌদ্ধ সহজিয়া Ⓑ বৌদ্ধ হীনযান
Ⓒ বৌদ্ধ মহাযান Ⓓ B ও C উভয়ই **Ans A**

07. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন–
Ⓐ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন Ⓑ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
Ⓒ ডাকার্ণব Ⓓ খনার বচন **Ans B**

08. নিচের কোন জন চর্যাপদের কবি?
Ⓐ শীলভদ্র Ⓑ কাহ্নপা
Ⓒ মুকুন্দরাম Ⓓ চণ্ডীদাস **Ans B**

09. কোনজন 'চর্যাপদ' এর কবি?
Ⓐ লুইপা Ⓑ বিদ্যাপতি
Ⓒ নিত্যানন্দ Ⓓ রামদাস **Ans A**

10. বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে গাওয়া হয়–
Ⓐ বাউল গান Ⓑ গাজির গান
Ⓒ লেটোর গান Ⓓ জারি গান **Ans B**

বাংলা ১ম পত্র
অধ্যায়-২৮

বাংলা সাহিত্যের শাখা

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা– গীতিকবিতা।
- বিহারীলালকে বাংলা সাহিত্যে– 'ভোরের পাখি' বলা হয়।

❖ বিখ্যাত কাব্য ও কবি ❖

কাব্য	কবি
মাটির দেয়াল, অনিঃশেষ, হারানো অর্কিড।	অমিয় চক্রবর্তী
সদ্ভাবশতক, মোহভোগ।	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
পশারিণী, মন ও মৃত্তিকা, অরণ্যের সুর।	মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
সারদামঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গসুন্দরী।	বিহারীলাল চক্রবর্তী
তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, সংবর্ত।	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
জন্মই আমার আজন্ম পাপ, আমি ভালো আছি তুমি?	দাউদ হায়দার
সন্দ্বীপের চর, চোরাবালি, সাত ভাই চম্পা।	বিষ্ণু দে
কয়েকটি কবিতা, খোলা চিঠি, তিন পুরুষ।	সমর সেন
রসতরঙ্গিণী, বাসবদত্তা।	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
অবকাশ রঞ্জনী, পলাশীর যুদ্ধ।	নবীনচন্দ্র সেন
রক্তরাগ, বুলবুলিস্তান, বনি আদম, গীতি সঞ্চয়ন।	গোলাম মোস্তফা
নকশীকাঁথার মাঠ, রাখালী।	জসীমউদ্‌দীন
সাত সাগরের মাঝি, মুহূর্তের কবিতা।	ফররুখ আহমদ
অনুরাগ, ময়নামতির চর।	বন্দে আলী মিয়া
বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, মর্মবাণী।	বুদ্ধদেব বসু
প্রেমহার, কুসুমাঞ্জলি, জাতীয় ফোয়ারা।	মোজাম্মেল হক
বাণী, কল্যাণী, অভয়া, আনন্দময়ী।	রজনীকান্ত সেন
পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী।	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণু ও বীণা, বেলা শেষের গান, কুহু ও কেকা।	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

❖ বিখ্যাত মহাকাব্য ও কবি ❖

মহাকাব্য	কবি
মহাশ্মশান : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি এর মূল উপজীব্য।	কায়কোবাদ
মেঘনাদবধ কাব্য : বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
স্পেনবিজয় কাব্য : স্পেনের সম্রাট রডারিকের সঙ্গে মুসলমান বীর তারেকের সংগ্রাম কাহিনি।	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
বৃত্রসংহার কাব্য	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস	নবীনচন্দ্র সেন
পৃথ্বীরাজ, শিবাজী	যোগীন্দ্রনাথ বসু
হেলেনা কাব্য	আনন্দচন্দ্র মিত্র
রামায়ণ	বাল্মীকি
মহাভারত	ব্যাসদেব
ইলিয়াড, ওডিসি	হোমার (গ্রিক কবি)
ইনিড	ভার্জিল
প্যারাডাইস লস্ট	মিলটন
শাহনামা [ফারসি ভাষায় রচিত 'শাহনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন মোজাম্মেল হক, মনিরুদ্দীন ইউসুফ।]	ফেরদৌসী (ইরান)

CamScanner

❖ বিখ্যাত নাটক ও নাট্যকার ❖

নাটক	নাট্যকার
ভদ্রার্জুন।	তারাচরণ শিকদার
সাজাহান, নূরজাহান, মেবারপতন।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
পুরুষবিক্রম (নাটক), কিঞ্চিৎ জলযোগ (প্রহসন)	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেহুলা গীতাভিনয়, জমীদার দর্পণ, বসন্তকুমারী।	মীর মশাররফ হোসেন
কুলীনকুলসর্বস্ব বেণীসংহার, উভয় সঙ্কট (প্রহসন)।	রামনারায়ণ তর্করত্ন
প্রফুল্ল (লেখকের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্তক নাটক), সিরাজদ্দৌলা, রাবণবধ, বিল্বপতি শিবাজী, হারানিধি।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
আলেয়া, ঝিলিমিলি, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।	কাজী নজরুল ইসলাম
সুবচন নির্বাসনে, কোকিলারা, এখনও ক্রীতদাস।	আব্দুল্লাহ আল মামুন
যৈবতী কন্যার মন, চাকা, কীত্তনখোলা, হাত হদাই।	সেলিম আল দীন
নেমেসিস, রূপান্তর, নয়া খান্দান।	নূরুল মোমেন
আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর।	শওকত ওসমান
অয়োময়, আজ রবিবার, কোথাও কেউ নেই।	হুমায়ূন আহমেদ
কীর্তিবিলাস : প্রথম বিয়োগান্তক নাটক।	যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত
ইবলিস, ওরা কদম আলী।	মামুনুর রশীদ
স্পেনবিজয়ী মুসা, সমাধি, ফিরিঙ্গী হার্মাদ।	ইব্রাহীম খলিল
স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, ফলাফল নিম্নচাপ।	মমতাজ উদ্দীন আহমেদ
মানচিত্র, অ্যালবাম।	আনিস চৌধুরী
মসনদের মোহ, আনারকলি।	শাহাদাৎ হোসেন
নবান্ন, জনপদ, কলঙ্ক।	বিজন ভট্টাচার্য
এলেবেলে, পঙ্কজ বিভাস, প্রজাপতির নির্বন্ধ।	জিয়া হায়দার
কালবেলা, শেষ নবাব, প্রতিদিন একদিন।	সাঈদ আহমদ

❖ নাট্যকারের প্রথম প্রকাশিত নাটক ❖

নাট্যকার	নাটক	প্রকাশকাল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাল্মীকি প্রতিভা	১৮৮১
কাজী নজরুল ইসলাম	আলেয়া	১৯৩১
আবুল ফজল	আলোকলতা	১৯৩৪
আবদুল হক	অদ্বিতীয়া	১৯৫৬
আলাউদ্দিন আল আজাদ	মরক্কোর জাদুকর	১৯৫৮
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	ঝড়ের পাখি	১৯৫৯
আবদুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বাসনে	১৯৭৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	পাষাণী	১৯০০
নুরুল মোমেন	রূপান্তর	১৯৪৭
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা	১৮৫৯
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী	১৮৭৩
সেলিম আল দীন	পদ্মাপাড়	১৯৫০

❖ প্রহসন ❖

গ্রন্থ	রচয়িতা
যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান।	রামনারায়ণ তর্করত্ন
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা?	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
সপ্তমীতে বিসর্জন, বেল্লিক বাজার, বড় দিনের বকশিস, সভ্যতার পাণ্ডা।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বৈকুণ্ঠের খাতা, শেষ রক্ষা, হাস্য কৌতুক।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো।	দীনবন্ধু মিত্র
ফাঁস কাগজ, একি, এর উপায় কি?	মীর মশাররফ হোসেন
কিঞ্চিৎ জলযোগ, এমন কর্ম আর করব না, হিতে বিপরীত, হঠাৎ নবাব, দায়ে পড়ে দারগ্রহ।	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিবাহ বিভ্রাট, চোরের উপর বাটপাড়ি, ডিসমিস, কৃপণের ধন।	অমৃতলাল বসু
বিরহ, কল্কি অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

- উপন্যাস [সং. উপ + নি + √অস্ + অ (ঘঞ)] বিশেষ্য শব্দটির অর্থ একাধিক চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে গদ্যে রচিত দীর্ঘ আখ্যায়িকা বা উপাখ্যান, বড়ো গল্প, Nobel।
- গ্রন্থাকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনি অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে– **উপন্যাস** বলে।

❖ উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ❖

উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
তিতাস একটি নদীর নাম।	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
পদ্মা মেঘনা যমুনা, সংকর সংকীর্তন।	আবু জাফর শামসুদ্দিন
কন্যাকুমারী, আমলকীর মৌ।	আবদুর রাজ্জাক
উপমহাদেশ, আগুনের মেয়ে।	আল মাহমুদ
নীড়সন্ধানী, রাইফেল রোটি আওরাত।	আনোয়ার পাশা
হুতোম প্যাঁচার নকশা।	কালীপ্রসন্ন সিংহ
মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধন-হারা, কুহেলিকা।	কাজী নজরুল ইসলাম
প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা।	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
আব্দুল্লাহ।	কাজী ইমদাদুল হক
হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী।	জহির রায়হান
ত্রয়ী উপন্যাস : গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম।	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
একটি কালো মেয়ের কথা	
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, অরণ্যবহ্নি।	
ঘর মন জানালা।	দিলারা হাসেম
আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে।	নজিবর রহমান
রূপজালাল (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস)।	নওয়াব ফয়জুন্নেসা
কেরী সাহেবের মুন্সি, ডাকিনী, অশরীরী।	প্রমথনাথ বিশি
জোহরা, দরাফ খাঁ গাজী।	মোজাম্মেল হক
উত্তম পুরুষ, আমার যত গ্লানি, পদতলে রক্ত, প্রসন্ন পাষাণ।	রশীদ করিম
জননী, নেকড়ে অরণ্য, আর্তনাদ।	শওকত ওসমান
সারেং বৌ, সংশপ্তক।	শহীদুল্লা কায়সার
অক্টোপাস, অদ্ভুত আঁধার এক।	শামসুর রাহমান
ওয়ারিশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, কুলায় কালস্রোত।	শওকত আলী
বৈকুণ্ঠের উইল, পল্লীসমাজ, দেবদাস, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন।	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
পাপের সন্তান, অভিশপ্ত নগরী, বিদ্রোহী কৈবর্ত।	সত্যেন সেন
হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, ক্ষরণ।	সেলিনা হোসেন
এক মহিলার ছবি, নীল দংশন, মহাশূন্যে পরাণ মাস্টার।	সৈয়দ শামসুল হক
অনেক সূর্যের আশা, বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ, আদিগন্ত।	সরদার জয়েনউদ্দিন
আত্মপ্রকাশ (১৯৬৬) : লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস।	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
পূর্ব-পশ্চিম : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।	
নদী ও নারী।	হুমায়ুন কবির
আগুনপাখি, সাবিত্রী উপাখ্যান।	হাসান আজিজুল হক
গাক সার জমিন সাদ বাদ, ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইল।	হুমায়ুন আজাদ
নন্দিত নরকে, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প।	হুমায়ূন আহমেদ
দহনকাল, মোহনা, জলপুত্র।	হরিশংকর জলদাস
লোকে সিন্ধু।	হাছন রাজা
বেনের মেয়ে।	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

❖ ছোটগল্প সম্পর্কিত তথ্য ❖

- ছোটগল্প হলো– **উপন্যাসের চেয়ে ছোটো পূর্ণাঙ্গ গল্প।**
- যে গল্প অর্ধ হতে এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যে এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়, তা-ই ছোটগল্প।——— এডগার অ্যালান পো
- ছোটগল্প সাধারণত ১০ হতে ৫০ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।——— এইচ জি ওয়েলস
- যা আকারে ছোট, প্রকারে গল্প তাকে– **ছোটগল্প বলে।**
- বাংলা ছোটগল্পের সার্থক স্রষ্টা– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

❖ প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্য ❖

- প্রবন্ধ {স. প্র + √বন্ধ + অ (ঘঞ্)} শব্দের প্রকৃত অর্থ– **প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন।**
- কল্পনা শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে লেখক যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন তাই– **প্রবন্ধ।**
- কোনো বিষয়ভিত্তিক চিন্তা ও যুক্তিনিষ্ঠ, মননশীল প্রকাশত্মক, নাতিদীর্ঘ গদ্য রচনাকে বলে– **প্রবন্ধ।**
- আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুথির সম্পাদনা করেন– **আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।**

❖ ভ্রমণকাহিনি ❖

রচয়িতা	ভ্রমণকাহিনি
জসীমউদ্‌দীন	চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড়, হলদে পরীর দেশ।
মুহম্মদ আবদুল হাই	বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন।
শহীদুল্লা কায়সার	পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ।
ইব্রাহীম খাঁ	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র।
অন্নদাশঙ্কর রায়	পথে প্রবাসে।
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	বুলগেরিয়া ভ্রমণ।
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে-বিদেশে (কাবুল শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে)।
জহুরুল হক	সাত-সাঁতার (আমেরিকা ভ্রমণকাহিনি)।
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	দ্বিতীয় পৃথিবীতে।

রচয়িতা	ভ্রমণকাহিনি
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তুরস্ক ভ্রমণ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি, পারস্যে, জাপান যাত্রী।
বেগম সুফিয়া কামাল	সোভিয়েতের দিনগুলি।
রাহুল সাংকৃত্যায়ন	ভোল্গা থেকে গঙ্গা।
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌ।

❖ রম্যরচনা ❖

রচয়িতা	রম্যরচনা
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়।
সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, টুনিমেম, ময়ূরকণ্ঠী।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, লোক রহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত।
আবুল মনসুর আহমদ	আয়না, আসমানী পর্দা, ফুড কনফারেন্স, গালিভারের সফরনামা।
নূরুল মোমেন	বহুরূপা, নরসুন্দর, হিং টিং ছট।
মুহম্মদ আবদুল হাই	তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।

Part 2 গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. আত্মভাবপ্রধান কবিতা হলো–
Ⓐ মহাকাব্য Ⓑ গীতিকবিতা
Ⓒ চিত্রকাব্য Ⓓ ব্যঙ্গকাব্য **Ans B**

02. কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য কোনটি?
Ⓐ মহাভারত Ⓑ ইলিয়াড
Ⓒ সোনার তরী Ⓓ মহাশ্মশান **Ans D**

03. কোন কাব্যের সুর প্রকৃতি ও নারী প্রেম?
Ⓐ খণ্ডকাব্য Ⓑ গীতিকাব্য
Ⓒ মহাকাব্য Ⓓ প্রণয়কাব্য **Ans B**

04. সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
Ⓐ পরানের গহীন ভিতর Ⓑ খণ্ডিত গৌরব
Ⓒ মানচিত্র Ⓓ ক্রন্দসী ও আত্মজা **Ans A**

05. কোন দুটি রচনা একই শ্রেণির?
Ⓐ নীল-দর্পণ ও বিষাদ-সিন্ধু Ⓑ লালসালু ও বলাকা
Ⓒ গীতাঞ্জলি ও অগ্নি-বীণা Ⓓ ডাকঘর ও শ্রীকান্ত **Ans C**

06. কালিদাসের একটি নাটক–
Ⓐ মালতিমাধব Ⓑ মালবিকাগ্নিমিত্র
Ⓒ মধুমালতি Ⓓ মৃচ্ছকটিক **Ans B**

07. 'নেমেসিস' কোন ধরনের রচনা?
Ⓐ নাটক Ⓑ উপন্যাস
Ⓒ গল্প Ⓓ কবিতা **Ans A**

08. 'নাসিরউদ্দীন ইউসুফ' একজন–
Ⓐ নাট্যনির্দেশক Ⓑ অভিনেতা
Ⓒ কবি Ⓓ অর্থনীতিবিদ **Ans A**

09. 'বিবি কুলসুম' কার রচনা?
Ⓐ মোজাম্মেল হক Ⓑ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
Ⓒ মীর মশাররফ হোসেন Ⓓ কাজী ইমদাদুল হক **Ans C**

10. বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক–
Ⓐ কুলীনকুলসর্বস্ব Ⓑ ভদ্রার্জুন
Ⓒ নীলদর্পণ Ⓓ কৃষ্ণকুমারী **Ans D**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS